বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য।

(মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত
বীরাঙ্গনা কাব্যের পত্র সমূহের প্রত্যুত্তর।)

BENGAL LIBRARY
6. SEP. 98

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র
বিরচিত।

কলিকাতা,

৩১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত
ও
অপার চিৎপুর রোড ৩০৯ নং ভবনে কৃষ্ণপ্রেসে
শ্রীঅম্বিকাচরণ বাগ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৫ সাল।

মূল্য ।৷০ আট আনা।

বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য।

(মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত
বীরাঙ্গনা কাব্যের পত্র সমূহের প্রত্যুত্তর।)

BENGAL LIBRARY
6. SEP. 98

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র
বিরচিত।

কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত
ও
অপার চিৎপুর রোড ৩০৯ নং ভবনে কৃষ্ণপ্রেসে
শ্রীঅম্বিকাচরণ বাগ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৫ সাল।

মূল্য ।৷০ আট আনা।

BENGAL LIBRARY 6 SEP. 98 WRITERS' BUILDINGS

বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য।

প্রথম সর্গ।

(শকুন্তলার প্রতি দুষ্মন্ত।)

বন-নিবাসিনী তুমি তাপস-তনয়া,
মজিয়া তথাপি যদি কলুষ-চিন্তায়
কলঙ্কিত করিয়াছ আপন অন্তরে,
পারে কি করিতে তাহা চন্দ্রবংশপতি ?
'আশা-মদে মত্ত' তুমি, লিখিয়াছ মোরে ;
আশা-মদে মত্ত নহ—ছলিত নিশ্চয়
নিদারুণ দুরাশার ছলে, কলঙ্কিনি,
পড়িয়াছ, লো চপলে, মোহের বন্ধনে,
দেখিতেছ দিবাভাগে জাগিয়া স্বপন,
পেতেছে কল্পনা তব নয়ন সম্মুখে,
২ অনাঘ্রাত সুখ-পুষ্প বাছিয়া বাছিয়া।
কেমনে কহ লো মুগ্ধে কি ভাবিয়া মনে
লিখেছ এ লিপি মোরে ? নয়নে কখন
দেখি নাই মূর্ত্তি তব—কখন শ্রবণে
শুনি নাই কেবা তুমি ; এ লেখন তবে
আপনা ভুলিয়া তুমি লিখিলে কেমনে ?

পাগলিনী সত্য তুমি—মত্ততায় মনে
আপনারে ভাব নিত্য রাজার মহিষী।
এ মহৎ মনোরথ উঠিল যে কেন
সামান্য হৃদয়ে তব বলিব কেমনে?
কিন্তু উন্মাদের মনে সকলি সম্ভবে—
জ্ঞানহীন; জ্ঞানহীনা বালিকার মত
আকাশের গায়ে দেখি বাসবের ধনু
ধরিবারে চাহ তাহা—শুধু বিড়ম্বনা!
পরিচয়ে লিখিয়াছ, সাধুকুলোত্তম
কণ্ব ঋষি পিতা তব; সম্ভবে কি কভু
হেন কথা? হে বিধাতঃ! পূর্ণশশী হ'তে
উপজিল কোন পাপে আঁধারের রাশি?
পুণ্যদীপ্ত হিমালয় শৈলেশ হইতে
কোন পাপে কর্ম্মনাশা লভিবে জনম?
একি কথা পত্রে তুমি লিখিয়াছ পুনঃ—
জনক জননী তব স্নেহের বন্ধন
ছিন্ন করি ত্যজিয়াছে শৈশবে তোমায়;
তাপসকুলের শ্রেষ্ঠ কণ্ব মহামতি
পালিলা তনয়া রূপে;—কার কন্যা তুমি?
জনক-জননী তব ত্যজিলা কি হেতু
শিশু নন্দিনীরে কহ?—বুঝিলাম এবে
জারজ সন্তান তুমি—মুনির পালিতা।
এত স্পর্দ্ধা, এত আশা, হৃদয়ে তোমার—
আমার মহিষী হবে স্বৈরিণী-দুহিতা?

প্রথম সর্গ।

কাচখণ্ড শোভিবে কি রাজার মুকুটে ?
স্বর্ণশৃঙ্গ রাজে সদা হিমাদ্রির শিরে,
কাদম্বিনী পশিতে কি পারে লো সেখানে ?
কিঙ্করী করিতে তোমা লিখিয়াছ মোরে—
বলিহারি ধূর্ত্ততায়—মম অন্তঃপুরে,
বিচারিণী-নন্দিনীর নাহি স্থান কভু।
প্রবঞ্চনা-পরিপূর্ণ রমণী-হৃদয়
জানি চিরদিন—কিন্তু জান না ললনে,
ন্যায় ভাবে—ধর্ম্মভাবে হৃদয় আমার
পরিপূর্ণ নিরন্তর—বিচলিত কভু
নহি আমি মধুমাখা অসত্যবচনে ;—
জলনিধি উছলিত কলানিধি হেরে
নিয়তই—শত শত তারকার হাসি
বিচলিতে নারে তাহে, দেখ ভাবি মনে।
এ জীবনে অধর্ম্ম না করি আমি কভু
জ্ঞানমতে—রাজভোগ, রাজসিংহাসন,
ছত্র, দণ্ড, সুখ, যশঃ, যত কিছু বল,
ধর্ম্মের অধীন সব। পৌরব কখন
ধর্ম্মে তেয়াগিতে নারে। যত কর্ম্ম মম
সূর্য্যের আলোক-সম প্রকাশিত লোকে।
কেন কহ ধর্ম্ম তব করিয়া হরণ
মন সহ, তেয়াগিব কোন্ অপরাধে ?
রমণীর মন লয়ে এ খেলা খেলিব
ভারতের পতি হয়ে কিসের কারণে ?

অবলার সুখ আমি হরিব কি হেতু?
ধর্ম্মপত্নী যদি আমি করিয়াছি তোমা—
হৃদয় তোমারে যদি করিয়াছি দান—
সেবিয়াছ তুমি যদি পতিভাবে মোরে—
ত্যজিয়া তোমারে তবে রহিতে কি পারি?
কেন না সাদরে বল আনিনু তখনি
বসাইতে সিংহাসনে, সঙ্গিনী করিয়া?
পত্নীরে ত্যজিয়া অমি রহিব কি হেতু?
কি অভাব আছে মম এ ভব সংসারে?
সত্য যদি প্রেমভাবে হৃদয় তোমার
উছলিত মম প্রতি—কেন এ ছলনা?
মিথ্যা প্রবঞ্চনা কভু নারে মজাইতে
অন্তর আমার, সত্য কহিনু তোমারে।
সরলতা মাখাইয়া ধরমের সহ,
কেন নাহি জানাইলে হৃদয়ের ভাব?
লতামণ্ডপের তবে কেন এ বর্ণনা?
গন্ধর্ব্ব-বিবাহ বার্ত্তা তরুবর-মূলে,
কুঞ্জবনে ফুলশয্যা কানন-বাসরে,
প্রেমের গীতিকা লেখা, কেন এ কল্পনা?
হাসি পায় পড়িতে এ পত্রিকা তোমার!
কেন কাম, শর তব—কুসুম-রচিত—
এত তীক্ষ্ণ?—ভস্মশেষ হর-কোপানলে,
হয়েছিলে তুমি জানি—কেমনে বল না
নর-নারী-হৃদে তবে জ্বলন্ত অনল

প্রথম সর্গ।

প্রভবে প্রভাবে তব—পোড়াইয়া যত
ধর্ম্মভাব—বিবেকেরে ভস্মরাশি করি ?
বুঝি হর-নেত্র জন্মা অনলের কণা
পরশনে, ফুলশরে অগ্নিময় শিখা
জ্বলিতেছে দিবানিশি ; তা না হলে কভু
বাড়ব অনল সম জ্বলে কিহে সদা
নরহৃদে, কাম, তব ফুল-শরাঘাত ?
        ঋষির পালিতা তুমি, শান্ত তপোবনে,
শকুন্তলে—নিয়তই পবিত্রতা ছবি
দেখিতেছ চারিদিকে—বনস্থলী তথা
শান্তিদেবী সহ সুখে বিরাজেন সদা।
কতবার দেখিয়াছি মুনির আশ্রম,
মিথ্যা-প্রতারণা-শূন্য, কিবা পুণ্যময়—
হিংস্র জন্তু যত নিজ স্বভাব ভুলিয়া
মৃগশিশু সনে সদা করে বিচরণ।
এই নিশানাথে আমি দেখিয়াছি তথা
উজলিত শতগুণ নির্ম্মল কিরণে।
পবিত্র তটিনী যেন আশ্রম-চরণ
ধৌত করি প্রবাহিত ;—মুনি-তপোবলে
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি কিছু নাহি তথা।
লতা, তরু, গুল্ম সদা কুসুম-শোভিত—
প্রসূন পূরিত সদা মধুর সৌরভে—
শত অলি সে সৌরভে নিয়ত আকুল—
সুধাকণ্ঠ বি[illegible] সঙ্গীতে

শান্তি-পবিত্রতা-স্রোতঃ উথলয়ে হৃদে।
পুলক-পূরিত চিত্তে মুনির কুটীরে
শিষ্যবৃন্দ, মহানন্দে বিভুগুণ গাহি
রত তত্ত্বজ্ঞান লাভে। থাকি' সে আশ্রমে,
হা ধিক্ রমণী জাতি,—পুণ্যপথ ত্যজি,
কামের ছলনে ভুলি,' দীপ-শিখাগামী
পতঙ্গের মত আজি পশিয়াছ কেন
গভীর পাপের তীব্র জ্বলন্ত অনলে?
নারীর হৃদয়ে কভু নাহি থাকে বোধ
ধর্ম্মাধর্ম্ম কালাকাল মদন-তাড়নে,
জানিলাম ধ্রুব আজি। হায় রে বিধাতঃ,
কোন্ পাপে কল্পদ্রুম নিজভাব ত্যজি'
অসিপত্র-বৃক্ষ-ভাব করয়ে ধারণ?
কোন্ পাপে সঞ্জীবনী লতিকারে মরি
বিষবল্লী-পরিবৃতা করিস্ বিধাতা?
ভাবিয়াছ মনে মনে, প্রেমলিপি তব
গলাইবে চিত্ত মোর। নিদাঘ-তাপিতা
ভুজঙ্গীর মত তুমি যাচিতেছ যেন
মলয়দ্রুমের ছায়া; বৃথা সে বাসনা।
সদাচার-পূত সদা নিরমল কুল
চন্দ্রবংশ—শত শত রাজেন্দ্র যে কুলে
জনমিয়া করিয়াছে উজ্জ্বল তাহায়—
এ পাপের পরশনে স্বচ্ছ সেই কুলে,
[illegible] কেমনে [illegible]

কলঙ্কিত ; উষ্ণবায়ু পরশনে যথা
কলঙ্ক-কালিমা-লেপ বিমল মুকুরে ?
অযুত তরঙ্গ-কর বিস্তারি' সঘনে
যমুনা ডাকিয়া উচ্চে কহিছে আমারে—
'রাখ চন্দ্রবংশমান চন্দ্রবংশপতি'।
ন্যায়পন্থা—ধর্ম্মপন্থা তেয়াগিয়া পাছে
অধর্ম্মের করে করি আত্মসমর্পণ
ভুলিয়া কামের ছলে, এই ভয়ে যেন
আকাশ ডাকিয়া মোরে কহিছে গম্ভীরে,
বজ্রনাদ স্বরে অই সুউচ্চে নিনাদি—
'রাখ চন্দ্রবংশমান চন্দ্রবংশপতি'।
মহীরুহ-বাহুদলে দোলাইয়া যেন
কহিছেন হিমাচল ডাকিয়া আমারে,
পবন-স্বনন নাদে সুদূর হইতে
'রাখ চন্দ্রবংশমান চন্দ্রবংশপতি'।
আদি-পিতা চন্দ্রদেব অম্বর হইতে
অগণন কররাশি প্রসারিয়া যেন
কহিছেন শুনিতেছি, অভ্রান্ত ভাষায়—
'ভুলিও না হে নন্দন, কুহকীর ছলে ;
চিরদিন চন্দ্রবংশ উজ্জ্বল জগতে
তব পিতৃপুরুষের সুকৃতি-প্রভায়,
কুহকিনী কামিনীর ছলনায় ভুলি'
কলঙ্কের কালি যেন দিও না ে

ঢালিছেন শিরে মোর। হেন জন বল
ছাড়িয়া পুণ্যের পথ পারে কি কখন
পূরাইতে সাধ তব, মদনবিহ্বলে ?
গঙ্গাজল-পূর্ণ ঘটে কেমনে ঢালিব
কূপোদক ? বিষবৃক্ষ রোপিব কেমনে
নন্দনকাননে কহ ?—পাতকের ছায়া
কেমনে পড়িবে গঙ্গা-সাগরসঙ্গমে ?

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাপত্রোত্তর কাব্যে দুষ্মন্তপত্রিকা নাম
প্রথমসর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

(তারার প্রতি সোম।)

কি বলিয়া সম্বোধিবে, লো সুধাভাষিণি,
সে জনে, জীবন মন সঁপিয়াছ যারে,
যে তোমারে প্রতিদানে হৃদয় তাহার
অর্পিছে পরম সুখে ? পুছ তটিনীরে,—
ফুলবালা সূর্য্যমুখী, পুছ তুমি তারে,—
তরুবরে দেখ সখি কাঞ্চন লতিকা
অই যে জড়ায়ে কিবা দুলিছে সোহাগে,
জিজ্ঞাস এ সকলেরে,—কহিবে তাহারা,
কিবা সে নীরব ভাষা, সম্বোধে লো যাহে
কতই আদরে, মরি, নিজ প্রাণেশ্বরে।

কেন লজ্জা ? স্মৃতি তুমি চাহ নিবাইতে
কি কারণে কহ শুনি ? যে নিয়মে বিধি
গঠে যাহা, কেবা তার করে ব্যতিক্রম—
কর্ণ কভু কহে ভাষা, রসনা কি শুনে ?
তারা সহ তারানাথ হইবে মিলিত
বিধির বিধান ইহা ;—কিবা শক্তি আছে
এ জগতে, ছিঁড়িবে যে ও চারুনলিনী,
লো সুন্দরি, এ হৃদয়-সরোবর হ'তে।

ভূতপূর্ব্বে, ভবিষ্যতে কেন বা ভুলিবে ?
কুলমান আদি শুধু সমাজের বিধি,
বিধাতা রচিত নহে শুন সুশোভনে,
এ সরম মনোরমে কেন তবে তব ?
হৃদয়ের ভালবাসা অমূল্য রতন,
কিন্তু সংসারের মাঝে, লো বামলোচনে,
কয় জন বুঝে তাহা ? তা বলিয়া কবে
প্রেমের অনিষ্ট ঘটে ?—দিবসের শোভা
পেচক দেখে না কভু ; মণ্ডুকে কি জানে
অরবিন্দ কি সুগন্ধি ? কিন্তু তাহে কহ
দিবসের, পঙ্কজের কিবা হানি কবে।
স্বাধীন জীবের মন বিধাতার বিধি ;—
বাঞ্ছিত সামগ্রী লাভে ধায় যবে বেগে—
কে ফিরায় গতি তার ? পাপ কভু নহে—
প্রণয়ের স্বাধীনতা কত গুণ ধরে,
স্বাধীন মনোমিলনে প্রণয়ী-যুগল
কিবা সুখ পায় মনে,—এ সকল কথা
মন্দ লোকে লো ভাবিনি ভাবে না কখন (ও) ;—
খল যারা, দোষ বিনা গুণ নাহি ধরে,—
পয়োধরে রক্তপা কি শোণিত ত্যজিয়া
দুগ্ধ পান করে কভু কহ বিনোদিনি।
বিদ্যালাভ আশে যবে আসিনু প্রথমে
গুরুবাসে, ভুবনের শোভারাশি যেন
হেরিলাম হে সুকেশি বদনে তোমার—

কি ছার তাহার কাছে কুমুদিনী শোভা,
অথবা রোহিনী কান্তি—তখনি হৃদয়ে
অজ্ঞাতে আশার লতা হ'ল অঙ্কুরিত—
দুরাশা লতিকা বলি ভাবিনু তাহারে,
কিন্তু উন্মূলিত তারে নারিনু করিতে,
অলক্ষ্যে নয়ন-নীর কতই সিঞ্চিনু
তার মূলে, এবে তাহা হৈল ফলবতী।
কুমুদিনী-কান্ত বলি জানে মোরে লোকে,
রোহিণী-রজনী-পতি, কিন্তু লো সুদতি
তারানাথ করি মোরে সৃজিলা বিধাতা;—
নয়ন-জ্যোছনা রাশি তুমি সে আমার।
হেরিলাম যেইক্ষণে বদন তোমার—
শোভার সদন তুমি—চিত্তপটে মম
স্বর্ণ অঙ্কে ও মূরতি করিনু অঙ্কিত,
স্থাপিলাম হৃদয়ের অধীশ্বরী রূপে।
পূজিতাম মনে মনে সে দেবী-মূরতি
দিবানিশি ভক্তিভাবে, তাহারি চরণে
নমিতাম প্রতিদিন প্রেমলাভ লোভে,—
সে দেবী প্রসন্না আজি, আশার্ব্বাদ রূপে
ঢালিলা প্রেমের ধারা এ মোর হৃদয়ে।
অযত্ন রক্ষিত কেশে বদন তোমার
কি মধুর শোভা রাশি বিকশিত সদা!
যদিও ভ্রমর-শ্রেণী কমলিনী শোভা
বাড়ায়, শৈবালদলে তবু পঙ্কজিনী

কে না জানে নয়নের অভিরাম সদা।
পঙ্কজ সুগন্ধি তব বদন-কমল
কম্পিত অধর দলে কিবা সে শোভিত
রজনীতে—সরসীতে হৃতশোভা যেন
প্রমুদিত কমলিনী তুহিন বর্ষণে।
মৃণালিকা সুকোমল সুতনু তোমার
গৃহকর্ম্মে শ্রান্ত যবে, সে ভাব দেখিয়া
নিন্দিতাম বিধাতারে নিরানন্দ মনে—
ভাবিতাম দেহ তব সুবর্ণ কমলে
গঠিত—প্রকৃতি বলে কঠিন কোমল।
কি যে ব্যথা মোর মনে হইত উদিত
কব তা কেমনে কহ, দেখিতাম যবে,
নূতন-যৌবন-যুক্ত কমনীয় দেহে
বল্কলের ভার, মরি, বার্দ্ধক্য শোভন ;—
প্রদোষে কৌমুদীতারা-অলঙ্কারে সুখে
সাজে যবে বিভাবরী, অরুণে তখন
কামনা কি করে কভু কহ লো কামিনি ?
চিত্তপরশনকারী তোমার দর্শন,
প্রেমের সোপান তব, মোহন-দর্শনে,—
যত দেখি লো সুমুখি ও বদন তব,
বাসনা ততই বাড়ে ধরিতে হৃদয়ে
তোমারে লো বরারোহে ;—দরশনে তব
যে প্রেম বর্দ্ধিত হৃদে, অদর্শনে কভু
কমিতে কি পারে তাহা ? কে না জানে বল

বারিরাশি যত বাড়ে, তার সহ সদা
কমল-মৃণাল, বাড়ে—শুকাইলে বারি
কমে কি কমলবৃন্ত কহ সীমন্তিনি ?
গুরুগৃহে যতদিন, তোমার ভাবনা
নিশিদিন ছিল মনে,—এখনো অন্তরে
সেই চিন্তা নিশিদিন নিবদ্ধ নিয়ত।
অহোরহ হেরিতাম তোমায় সুন্দরি,
তব চিন্তা এ পরাণে আনন্দের ভাব
তুলিত কতই মরি, এবে অদর্শনে
সেই চিন্তা নিরন্তর দহিছে অন্তরে।
পদচ্যুত যবে লোক, বন্ধুও তখন
শত্রু-আচরণ করে;—অরবিন্দ যবে
জলচ্যুত, চিরপ্রিয় রবির কিরণ
দাহন করয়ে তারে কে না জানে কহ ?
কত কি সুখাদ্য আনি ভোজনের পাতে
রাখিতে, তাম্বুল সদা হরীতকী স্থলে,
কুশাসন তলে ফুল দেখিতাম কত,
তোলা ফুল পাইতাম কুসুম কাননে,
বুঝিতাম মনে মনে প্রিয়তমা মম
শ্রম নিবারিতে মোর রেখেছেন তুলি
সুন্দর কুসুম যত। কহিতাম কভু
হেমপুষ্পে সম্বোধিয়া,—"হে চম্পক তুমি
অঙ্গুলীর রূপে যার সদাই নিন্দিত,
মলিন এখন যথা তাহার বিহনে—

আমিও নিন্দিত যার রূপের কিরণে,
তাহারি বিহনে দেখ মলিন সতত।”
শ্রমের লাঘব হেতু, মম সুখ তরে
যা কিছু করিতে তুমি দেখিতাম সব,—
আনন্দ লহরী কত উঠিত হৃদয়ে—
তখনি নিরাশ আসি পশিত অন্তরে;
ভাবিতাম মনে মনে, পর্ব্বত উপরে
কে পায় সলিল কবে কূপের খননে;—
কে জানিত হা কপাল, অভাগার ভালে
এ সুখ লিখেছে বিধি ওলো বিধুমুখি।
কত ভাব কত রূপে উঠিত অন্তরে!
স্বর্ণ-লতিকারে দেখি রসালের কোলে,
তরুবরে সম্বোধিয়া কহিতাম কভু—
“যে সুচারু-দেহ-হেম-লতিকার কাছে
ও স্বর্ণ-ব্রততী তব সদাই লাঞ্ছিত,
সে লতিকা হে রসাল, দুলিবে কি কভু
অভাগার কোলে, মরি, সোহাগের ভরে?”
সৌদামিনী-খেলা দেখি জলধর কোলে
কহিতাম কখন বা অম্বুদে সম্বোধি,—
“যে স্থির রূপের ছটা হেরি অভিমানে
চঞ্চলা চঞ্চলা সদা, পার কি বলিতে
হে বারিদ, ভাতিবে কি সে রূপের রাশি
এ মোর হৃদয় পরে জীবনে কখন(ও)”।
কামনা করিতে তুমি লভিতে আমারে!

একি কথা! কামনার কিবা প্রয়োজন?
রত্ন কভু গ্রহিতারে করে কি কামনা?
গ্রহিতা কামনা করে অশেষ প্রকারে
লভিতে রতনে সদা কমললোচনে।
গুরুপদে বসিতাম পাঠের কারণে
যবে, ও বদন তব হেরিতাম যদি,
কত যে কি কথা মনে হইত উদিত
কেমনে কহিব বল? মন স্থির পাঠে
নারিতাম করিবারে; তোমারি চিন্তায়
এ মোর অন্তর যেন রহিত ডুবিয়া।
অলক্ষ্যে যে প্রেম শিক্ষা দিয়াছ আমারে
কমলাক্ষি, লহ তার পরীক্ষা এক্ষণে।
দেহ ভিক্ষা এ জীবন ও পদরাজীবে
সঁপি, চিরদিন সেবি সেবকের মত।
তুষিব তোমার মন আর কিবা দানে?
যে দক্ষিণা চাহ তুমি, ভিক্ষা নহে তাহা,
সে ধন তোমারি সদা, রেখো পদতলে।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাপত্রোত্তর কাব্যে সোমপত্রিকা নাম
দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

(রুক্মিণীর প্রতি দ্বারকানাথ।)

কিনা তুমি জান প্রিয়ে—লক্ষ্মীস্বরূপিণী,
কেশব-হৃদয়-মণি, আপনি কমলা,
অসহ্য বিরহ-জ্বালা সহিবার ভয়ে
ধরাধামে তুমি সতি লভেছ জনম,—
শীতলিতে বক্ষ মোর—রক্ষ-দৈত্য-সহ
রণক্লেশ ঘুচাইতে—কি আর বলিব ?

বিপদে তারিতে তোমা লিখিয়াছ মোরে,
এ কি কথা ! জগতের বিঘ্ন-বিনাশিনী,
বিপত্তিহারিণী তুমি এ তিন ভুবনে—
পাপ তাপ দূরে যায় স্মরণে তোমার—
কি বিপত্তি আছে তব ? পূত অগ্নিশিখা
কত অমঙ্গল ভবে দহে নিজ তেজে—
অগ্নিরে দহিতে পারে হেন সাধ্য কার ?

কিবা লজ্জা প্রকাশিতে হৃদয়ের ভাব
মোর কাছে ? —কেশবের অঙ্কলক্ষ্মী তুমি।
ভানুকর লজ্জাবতী ধরে হৃদে সাধে,
মুদে আঁখি পরকর পরশিলে দেহ।

হরি-বক্ষ-নিবাসিনী লোকমাতা তুমি,
ভুলিলা এ কথা আজি কিসের কারণে ?

কেন যে ধরায় আসি লভিলা জনম,
কহিব সে কথা আজি, শুন সুবদনি।
দেবতা-পীড়নকারী দুষ্ট কংসাসুরে
বিনাশিতে, দেবগণ অনুরোধ-বশে,
স্বীকারিনু—প্রতিশ্রুত হইনু গ্রহিতে
মানব-জনম যবে, হে বিপুল-শ্রোণি,
কাঁদিলে কতই তুমি বিরহের ভয়ে ;
দয়া করি পিতামহ কহিলা তোমারে,
"কুণ্ডিনগরে গিয়া ভীষ্মকের গৃহে
লভহ জনম দেবি—রুক্মিণী বলিয়া
অভিহিত হবে তথা—মাধবের সহ
হইবে মিলিত শুভে।" এই সে কারণে
আমার হৃদয়লক্ষ্মী বিরাজিত আজি
ধরাধামে নারীরূপে ভীষ্মকের ঘরে।
চিন্তা না করিহ মনে—ক্ষণকাল শুধু
ক্ষণপ্রভা মেঘচ্যুতা,—আঁধারের রাশি
বিনাশিয়া, আশু মিশে জলধর-কোলে।

পাপের পীড়ন-ভরে ভগ্নপ্রায়-ধরা-
ভার লাঘবিতে আমি জনমি মরতে।
হিরণ্যকশিপু দৈত্য—ইন্দ্রপদলোপী—
দেবগণে কত কষ্ট দিল দুষ্টমতি—
ব্রহ্মাবরে বলীয়ান্—নরসিংহরূপে
বধিনু সে দানবেরে ;—রাবণ দুর্ম্মতি
ত্রেতায় জনম লভি দেবগণে কত

উৎপীড়িল,—বিশ্ববাসী ত্রস্ত তার তেজে,—
বধিনু তাহারে আমি ;—সেই দুরাশয়
শিশুপালরূপে পুনঃ লভেছে জনম
ধরাধামে—নট যথা লভে রূপান্তর
অভিনয়ে ;—বলগর্ব্বে হইয়া গর্ব্বিত
পীড়িতেছে শুনিতেছি লোক-সাধারণে।
সুস্থিরা প্রকৃতি—যথা পতিব্রতা সতী—
জন্মান্তরে পুরুষের অনুগামী সদা।
কি দুরাশা ! রুক্মিণীরে চাহে পত্নীভাবে ?
শৃগাল হইয়া লোভে সিংহের কামিনী ?
জানেনা কি, সরোবরে পড়ে কি কখন
সাগর-গামিনী গঙ্গা ? আকাশ ব্যতীত
কার বক্ষে ফুটে বল কৌমুদীর হাসি ?
চিন্তা দূর এবে তুমি কর সীমন্তিনি,
ত্বরায় সে শিশুপাল হইবে নিহত
মোর হাতে ;—বিপক্ষতা সদা করে মোর—
ক্ষমিয়াছি এতদিন—আর নাহি পারি।
লঘু দোষ পুনঃ পুনঃ সহ্য করে লোকে
ধীরভাবে ;—অপরাধ গুরুতর তার ;—
ক্ষমার অতীত শুভে ;—তব সহোদর
মিলিয়াছে তার সনে ;—শুন বরাননে
পৃথিবীর লোক যদি হইয়া মিলিত
চেদীশ্বর-বন্ধুভাবে যুঝে মোর সনে,
পরাজিত হবে সবে জানিও নিশ্চয়।

বিবাহের পূর্ব্বদিনে কুলধর্ম্ম মত
দেবোদ্দেশে যাত্রা তুমি করিবে যখন
পূজিবারে অম্বিকারে, পুরের বাহিরে—
সেই কালে রথ মম রহিবে সজ্জিত ;
সুযোগে তোমারে আমি আপনি আনিব
দ্বারকায়—সিংহাসনে বসাইতে তোমা।
বিধিমতে পাণি তব করিব গ্রহণ—
অপরূপ রূপে তব দ্বারাবতী মম
উজলিবে—পুরী সহ ধন্য হব আমি।
যে অবধি সুরলোক ত্যজি সুহাসিনি
আসিয়াছি ধরাধামে—সে অবধি আমি
রমণীয় দ্রব্য কিছু দেখিনি নয়নে—
ত্রিলোক-ললামভূতা তুমি পদ্মালয়া।
তোমার মিলনে স্বর্গ—বিরহে তোমার
কি যাতনা, তুমি তাহা জান নিজ মনে।
আসিয়াছি ভবপুরে দিব্য সুখ ছাড়ি—
কিন্তু শুন লো সুন্দরি, একদিন তরে
স্বরগের অন্য সুখ পড়ে নাই মনে।
শুন পুনঃ বিনোদিনি, দিনেকের তরে
তোমার বিরহ প্রিয়ে পারিনি ভুলিতে।
তোমার ভাবনা কভু ভাবিতে ভাবিতে
ভুলিয়াছি আপনারে—কাতর নয়নে
শূন্যমনে শূন্যপানে দেখেছি চাহিয়া
কত বার—তব রূপ দেখিতে রূপসি!

পূর্ণশশী জ্যোছনার বিভায় ভাবিনি,
তোমার রূপের ছটা ঈষৎ প্রকাশ—
কত দিন ভ্রান্তভাবে পূর্ণিমার চাঁদে
চাহিয়া বলেছি আমি, 'শুন শশী যার
দেহ আভা সমতুলে মনোহর তুমি,
দেহ তারে ধরিবারে হৃদয়ে আমার।'
নিন্দিয়াছি কুন্দে কত স্মরি দন্ত তব
লো সুদতি—সিংহদ্বারে দ্বারকায় মোর
দেখি সিংহে, কটি তার কত বা ধিক্কারি
স্মরি কটিদেশ তব ;—তারকা খচিত
সুনীল আকাশ-শোভা দেখি সুলোচনে
প্রতিনিশি—কিন্তু নাহি মনে ধরে যবে
স্মরি, বরারোহে, তব বসনের ভাতি।
গভীর নিশীথে কভু আত্ম-বিস্মরণে
তোমার মধুর ছবি দেখেছি সম্মুখে—
ভাবের আদর-ভরে বাহু পসারিয়া
চাহিয়াছি বৃথা তোমা ধরিবার তরে
আলিঙ্গনে হৃদে মম ;—স্বপনের ভোরে
মিলনের সুখ কভু লভেছি রঙ্গিণি
তব সঙ্গে ;—নিদ্রাভঙ্গে দ্বিগুণ যাতনা!
ধরেছি জীবন শুধু মিলনের আশে
তব সহ, এত দিন, লো চারুহাসিনি!
এইরূপে ভ্রান্তভাবে বহুদিন গত—
লোকমুখে অতঃপর শুনিলাম যবে

তোমার জনম-কথা ভীষ্মকের ঘরে,
কত যে আনন্দে মন পূরিল আমার
প্রকাশিব কোন্ ভাবে? ভক্ত-শ্রুতিমূলে
ইষ্টদেবতার কথা এত সুখকর
নহে কভু;—যেই আশালতা-মূলে আমি
সিঞ্চি বারি সেই দিন হইতে সুন্দরি,
সফল সে আশা-লতা দেখিতেছি আজি।

প্রেমভাব-পরিপূর্ণ সুন্দর এ লিপি
পড়িতেছি কত বার—কি আনন্দ-সুধা
ঢালিতেছে হৃদে মোর কহিব কেমনে?
জানি আমি কত ভালবাস তুমি মোরে
প্রিয়তমে—এ প্রেমের প্রতিদান রূপে
সরবস ধন মোর দিয়াছি তোমারে;—
তথাপি হৃদয়ে ভাবি, অনন্ত অসীম
ভালবাসা তব সতি, পূর্ণ প্রতিদান
এ হৃদয়ে দিতে তোমা নারিনু জনমে।
কিন্তু শুভ্র সৌধ যথা শশীর কিরণে
ধরয়ে উজ্জ্বলতর বরণের ছটা—
তব প্রতি প্রেমপূর্ণ হৃদয় আমার,
হৃদয়-রঞ্জন তব প্রণয়ের রাগে
গাঢ়তর অনুরাগে হতেছে রঞ্জিত।

ত্যজিয়াছে পোড়া আঁখি শান্তিবিধায়িনী
নিদ্রা—শান্তি-স্বরূপিনী তুমি লো আমার।
কোন শান্তি নাহি কান্তে আমার অন্তরে

তোমার বিরহে কভু—শূন্যময় যেন
দশ দিক্—শূন্যময় দ্বারকা নগর।
রমণীয় এ প্রাসাদ—দেবতা-বাঞ্ছিত—
লম্বিত-মুকুতাদাম-শোভিত বিতানে,
মণিময় দীপজালে, সুন্দর কুসুমে—
অলিকুল-নিনাদিত—অলঙ্কৃত সদা;—
শুভ্র জ্যোছনার রাশি—উজ্জ্বল কিরণ—
প্রবেশিয়া প্রাসাদের জাল-যন্ত্র-পথে,
শতগুণে শোভা তার করয়ে বৰ্দ্ধিত;—
প্রস্ফুটিত কুসুমের মধুর সৌরভ,
অগুরু ধূপের গন্ধে হইয়া মিলিত
স্বর্গীয় সুবাস-পূর্ণ করিছে ভবন—
কিন্তু প্রিয়ে সব বৃথা তোমার অভাবে;—
নয়নের শোভাময়ী তুমি সে আমার।
তব প্রীতি-হেতু সখি কত যে কি করি—
কত সাজে নিত্য আমি সাজাই যতনে
গৃহ মোর, অন্তঃপুর, প্রমোদ-কানন—
দেখিবে আসিয়া হেথা;—শুনিয়াছি তুমি
ভালবাস কমলিনী—তেঁই সে কারণে
তোমার কানন-সরে কমলের বন।
শুনেছি বিহঙ্গকুলে বড় প্রীতি তব—
কলকণ্ঠ বিহঙ্গম বাছিয়া বাছিয়া—
উজ্জ্বল সুবর্ণ বর্ণ—নয়ন রঞ্জন—
নীল, পীত, হরিৎ বা নেত্রতৃপ্তিকর—

কত যে পুষিয়া আমি রেখেছি যতনে,
দেখাইব,—যবে তুমি আসিয়া এ পুরে
বিরাজিবে, দ্বারকার অধীশ্বরী-রূপে।
ভাসিতেছি অশ্রুজলে বিরহের তাপে—
ভাসিব নয়ন জলে মিলনের সুখে
দুই জনে—আলিঙ্গনে বাঁধি পরস্পরে।
জ্যোছনা-ধবল কান্তি দেহ হতে তব
উদিয়া অসিত বর্ণ এ দেহ আমার
উজলিবে—হাসাইয়া অন্ধকার দেশ
হৃদয়ের—অন্তরের গূঢ়তম পুরে
প্রবেশিয়া,—শুভ্র স্নিগ্ধ কিরণের হাসি
পূর্ণেন্দু হইতে যথা, ইন্দুনিভাননে,
বাহিরিয়া—প্রবেশিয়া বিবরের পথে
পল্লবের, তরুবরে উজ্জ্বল বিভায়
হাসায়, শোভার রাশি ছড়াইয়া যেন।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাপত্রোত্তর কাব্যে দ্বারকানাথ পত্রিকা নাম
তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

(কৈকেয়ীর প্রতি দশরথ।)

সত্য যা শুনেছ তুমি মন্থরার মুখে
কৈকেয়ি! কুমার-শ্রেষ্ঠ রঘুনাথে আমি
জ্যেষ্ঠ বলি' বিধিমতে যুবরাজ-পদে
অভিষেক করিবারে করেছি মনন।
সুখের বারতা ইহা—পুরবাসী যত
আনন্দ-সলিলে মগ্ন এই সে কারণে—
আনন্দ-সলিলে মগ্ন অযোধ্যানগরী।

কিন্তু এ কি কথা শুনি! কিসের কারণে
এ আনন্দে নিরানন্দ অন্তর তোমার?
দেখিতেছি স্বপ্ন এ কি দিবসে জাগিয়া?
আপন জননীসম শ্রীরাম তোমারে
দিবানিশি সেবে সদা, তুমিও তাহারে
ভরতের সম সদা স্নেহের নয়নে
দেখিতে; সহসা তবে কেন এই ভাব?
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্য পায় ইক্ষ্বাকুর কুলে—
জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র—কোন্ অপরাধে
রাজশ্রী হইতে তারে করিব বঞ্চিত?
ভরত (ই) বা কি বলিবে? জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে
রাজ্যভার সে তো কভু লবে না নিশ্চয়।

রঘুবংশে শুনি নাই জ্যেষ্ঠ অতিক্রম
কোনকালে—এ দুর্নীতি দশরথ আজি
কেমনে বা প্রবর্ত্তিবে? কুল-পুরোহিত
বশিষ্ঠ সুমতি কহ কি বলিবে শুনি?
কি বলিবে, কহ শুনি, ব্রহ্মাণ্ডের লোক?
কি বলিবে ধর্ম্মপ্রাণ সুরপতি মোরে—
আর আর দেব যত, নিত্য সখা মোর?
তেজোগর্ব্বে শ্রীসম্পদে রঘুবংশীয়েরা
জীবনে অপথগামী নহে কোন কালে;
বৰ্দ্ধিত-অর্ণব-গতি নদীমুখে সদা।
(ধর্ম্মযুক্ত বংশ মোর রবে যত দিন
জগতের পূজ্য ভবে রবে তত কাল;
অম্বুগর্ভ জলধরে চাতক সতত
অভিনন্দে সমাদরে, জান না কি তুমি?
এ অধর্ম্ম কর্ম্ম আজি কেমনে করিব
রঘুকুল-পতি হ'য়ে কহ তা' আমারে?
শিশু রামচন্দ্র মোর রঘুবংশশোভী—
নবীন সুধাংশু যথা শোভয়ে আকাশে,
কুটুল কমল যথা শোভে সরোবরে,
মণিখণ্ড ক্ষুদ্র যদি, তবু জ্যোতির্ম্ময়।)
নভস্তল-শ্যামতনু রামচন্দ্র মোর
নভশ্চর-গীত-কীর্ত্তি—কোন্ অপরাধে
হেন দোষশূন্য রামে করি' পরিহার,
নির্ম্মল রঘুর বংশে কলঙ্ক-কালিমা

প্রদানিবে কহ আজি রঘুকুল-পতি ?
(চন্দ্রমা পূর্ণতা পায় রেখাভাব হ'তে,
দিনে দিনে, দেখ মোর কুমার সেরূপে
লভিতেছে যৌবনের পূর্ণতার শোভা
বাল্য হ'তে—কত সুখ হৃদয়ে আমার !)
তেজশালী গুণধাম হেন রাম প্রতি
অবিকৃত মন তব কোন্ জন আজি
করিল বিকৃত বল ? ভরতেরে কেন
চাহ আজি রাজ্য দিতে ? কি বা অসম্মান
করিল শ্রীরাম তব ? আদেশ পালন
না করিল কোন্ দিন ?—ভরতের চেয়ে
শ্রীরাম শুশ্রূষা তব করেন যতনে,—
কোন্ প্রাণে রে নৃশংসে ! রাঘবের প্রতি
হেন স্নেহশূন্য ভাব ধরিলি অন্তরে ?
নিকষে সুবর্ণরেখা সুস্থির যেমন,
রঘুবংশে পদ্মালয়া অচলা তেমতি,
এ অধর্ম্ম কার্য্যে আজি চঞ্চলা তাঁহারে
রঘুকুল-পতি হ'য়ে করিব কেমনে ?
অগ্নিধূম পরে শিখা, রবির উদয়
পশ্চাতে কিরণ রাশি,—কুমার আমার
তেজস্বিগণের বৃত্তি অতিক্রম করি,
সমকালে গুণ সহ হইলা উদিত।
বিপক্ষের পক্ষে সদা শ্রীরাম লক্ষ্মণ
অসহ্য—তরুর পক্ষে অসহ্য যেমতি

আনিল হিরণ্যরেতা ;—ভ্রাতৃগণ প্রতি
স্নেহের সাগর রাম—কোন্ প্রাণে আমি
ধর্ম্ম সহ হেন পুত্রে তেয়াগিয়া আজি'
সিংহাসনে বসাইব কনিষ্ঠ তনয়ে ?
স্ত্রীসুখ কিনিবে আজি পুত্র বিনিময়ে
কোন্ প্রাণে, কহ মোরে, রঘুকুল-পতি ?
কহে লোক রঘুবংশ শশী-সিন্ধু-সম ;
উজ্জ্বল গম্ভীর সদা রঘুর সন্ততি ;
সত্য কথা—যত যত রঘুবংশ রাজা,
বৃদ্ধিগামী—হ্রাসগামী শশী-সিন্ধু-সম
নহে কোন কালে কেহ ; কিন্তু হা কপাল !
আমা হ'তে আজি বুঝি পবিত্র এ কুলে
হ্রাসগামী পরিবাদ হইল সৃজন !
(স্ত্রৈণ ভূপতির নাম জিহ্বাগ্রেও কেহ
লইবে না কোন কালে—ঘৃণা, রোষে সদা
শাপিবে আমারে নিত্য ধর্ম্মভীরু জনে)
কোন্ ইষ্ট লাভ তব হইবে কৈকেয়ি,
মজাইয়া দশরথে—উচ্চ রঘুকুলে
মজাইয়া ?—পতিব্রতা রমণীর গতি
পতি ছাড়া কোন দিন নাহি ত জীবনে—
এ অধর্ম্ম-ভার কভু জীবনে আমার
সহিবে না,—পতিহন্ত্রী হবে ভবতলে।
চিরদিন এ কুখ্যাতি রবে ভবে তব—
জগতে কহিবে সবে,—'রঘুকুল-বধূ

অবতীর্ণা, রঘুকুল-সংহারিণী রূপে।'
নিয়ত এ গীত যাবে গাহিয়া গাহিয়া
সরযূ তরঙ্গরবে—'রঘুকুল-বধূ
অবতীর্ণা, রঘুকুল-সংহারিণী-রূপে।'
মন্দ্রিবে জীমূতবৃন্দ—'রঘুকুল-বধূ
অবতীর্ণা, রঘুকুল-সংহারিণী-রূপে।'
ঘৃণা সহ রোষ-ভাষে পুরবাসী জন
কহিবে—'ভরত-মাতা নিদয়া কৈকেয়ী
অবতীর্ণা রঘুকুল-সংহারিণী-রূপে।'
হা ধিক্! কেমনে তুমি দেখাবে সমাজে
ও মুখ, হে বিষমুখি! কহ তা আমারে?
এ কি কথা লিখিয়াছ? মম পুরী ত্যজি,
দেশ-দেশান্তরে তুমি ভিখারিণী-বেশে
ফিরিবে—পতিরে ত্যজি বার্দ্ধক্য সময়ে
যাবে চলি', রামে যদি রাজ্য করি দান—
ধর্ম্মজ্যোতি নেত্রে তব সহিবে না তবে?
হা বিধাতঃ! কোন্ পাপে রঘুকুল-বধূ
অবতীর্ণা রঘুকুল-সংহারিণীরূপে?
সদানন্দ রামচন্দ্রে সদা অনুগামী
প্রকৃতি—কুমুদানন্দ শশাঙ্কে যেমতি
কৌমুদী;—জীবন-ধন রামচন্দ্র মম।
তুমিও ত কতদিন কহিয়াছ মোরে,
ধর্ম্মধাম রামচন্দ্র জ্যেষ্ঠ পুত্র তব।
রাম-রাজ্য-অভিষেকে তবে কেন বল

হ'লে শোকাকুলা আজি?   কি কারণে কহ
নিদারুণ সত্য মোর চাহ পূরাইতে?
কি আশঙ্কা রাম হ'তে হইল তোমার?
নিরমল চিত্ত তব পঙ্কিল করিয়া
কেন এ বিষাক্ত বুদ্ধি ধরিলে হৃদয়ে?
কোন্ ভাবে কি কারণে অলক্ষ্যে কেমনে,
অলক্ষ্যে আদর্শতলে ছায়ার মতন,
এ কুবুদ্ধি চিত্তে তব হইল উদিত?
জানিলাম ধ্রুব, ইহা ভবিতব্য লিপি।
কোন্ পাপে, হা বিধাতঃ!   রঘুকুল-বধূ
অবতীর্ণা রঘুকুল-সংহারিণীরূপে?
সত্যপ্রিয় আমি নিত্য, জগতের লোকে
জানে তাহা—অঙ্গীকারে বদ্ধ তব কাছে;
এই বর ত্যজি তুমি যে বর চাহিবে
দিব তোমা—বাম মোরে না হও মহিষি।
কত ভালবাসিয়াছি জীবনে তোমারে,
জান তুমি—উদিয়াছে অন্তরে তোমার
যে বাসনা, তখনিত পূরিয়াছে তাহা।
ত্যজ দুষ্ট অভিলাষ, নির্দ্দয় হইয়া
নাশিও না প্রাণ মম, করি এ মিনতি।
সুবর্ণ অন্তর তব এত কি কঠিন?
দয়াযোগে ধর্ম্মতাপে গলাও তাহারে,
গলায় সুবর্ণ যথা সোহাগার যোগে
অনলের তাপে লোক,—কি আর কহিব?

পূর্ব্ব কথা স্মর' আজি—সসাগরা ধরা
সদা বশীভূতা মম—পৃথিবীর মাঝে
যাহা কিছু আছে সব দিব গো তোমারে।
কুমতি অন্তর হ'তে কর বিসর্জ্জন—
সত্যমুক্ত কর মোরে কৈকেয়ি, মহিষি!—
একবার পতি পানে চাহ সুলোচনে,
স্নেহ ভাবে রামচন্দ্রে চাহ একবার।
একপত্নী তুমি নিত্য, সপত্নীর প্রতি
কর দয়া—উচ্চভাব দেখাও জগতে।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাপত্রোত্তর কাব্যে দশরথ পত্রিকা নাম
চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ।

(শূর্পনখার প্রতি লক্ষ্মণ।)

জান তুমি, হে সুভগে! কিসের কারণে
ভ্রমি এ বিজন বনে, বিভূতি মাখিয়া
কলেবরে, জটাজূটে আবরিয়া শির—
স্বর্ণ অযোধ্যা-পুরী রাজ-ভোগ সহ
কেন বা ত্যজিয়া আমি পশেছি কাননে—
ধরিয়াছি কোন্ ব্রত;—জানিয়া শুনিয়া
কেন এ লেখন তুমি লিখিয়াছ মোরে?

রঘুবংশে জন্ম মম, ধর্ম্ম-প্রাণ সদা;—
ভব-সুখে নাহি রতি ধর্ম্ম তেয়াগিয়া
কোন কালে;—নহি ভীত শত্রু-পরাক্রমে;—
দিগ্বিজয়ী রঘুবংশে জনমে যে জন,
স্ববীর্য্য-রক্ষিত সেই ত্রিলোক মাঝারে।

অয়ি মুগ্ধে! কিবা অর্থ দিবে তুমি মোরে?
পিতা মম দশরথ—দেবগণ(ও) যাঁর
আজ্ঞাকারী ছিলা সদা—যাঁহারে লইয়া
নিজ সিংহাসনে ইন্দ্র বসিতেন সুখে।
কুবেরের ধন যদি হয় প্রয়োজন,
না চাহিতে ধনেশ্বর দিবে তা আমারে।

রাজ-ভোগে রত তুমি—বনবাসী আমি
দেখিতেছ—তব যোগ্য নহি কোন মতে ;—
মোর কাছে বৃথা তুমি এ প্রেম-কাহিনী
বর্ণিয়াছ—এ হৃদয়ে মাগিতেছ স্থান ;—
উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমি মাঝে
জল-কণা কোন্ কালে লভয়ে আশ্রম ?
স্বর্গজয়ী মহারাজ রাজেন্দ্র রাবণ,
ভ্রাতা তব ;—বিশ্বশ্রবা মুনি-কুলোত্তম
জন্মদাতা ;—মহাকুলে জনম তোমার ;—
রক্ষঃকুল চিরদিন উজ্জ্বল হইবে
তব রূপ-গুণ-যশঃপ্রভায় ললনে—
সুকবি বিদুষী তুমি ;—হিমাদ্রি হইতে
পবিত্র-সলিলা গঙ্গা লভিয়া জনম
সুবিমল পুণ্য-প্রভা প্রকাশেন যথা
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল উজ্জ্বল করিয়া ;—
পূর্ণ-শশী দেহ হ'তে কৌমুদী যেমতি
জনমিয়া, স্নিগ্ধ শান্ত বিভায় কেমন
জগৎ উজ্জ্বল করি হাসে যেন সুখে !
কিন্তু বিপরীত ভাব দেখি কেন তব ?
রমণী স্বাধীনা কভু নহে ত জীবনে,
ভুলিয়া এ কথা আজি—লাজ ভয় ত্যজি'
পর-পুরুষেরে তুমি কি বিচার করি'
চাহিতেছ করিবারে আত্ম-সমর্পণ ?
ব্রহ্মচারী আমি এবে বিধির বিধানে—

নারী-মুখ দেখি নাই দ্বাদশ বৎসর ;
ব্রহ্মচর্য্য অবসানে ফিরি' অযোধ্যায়
দেখিব সে চন্দ্রাননে, যার স্মৃতি ধরি'
হৃদয়ে, যাতনা এত তুচ্ছ করি সদা।
জান না কি হে কামিনি ! পতিগত-প্রাণা
কামিনীরে কান্ত কভু পারে কি ত্যজিতে,
বিকশিত যদি হৃদি, প্রণয়ের তেজে ?
দিবাকর-কর যবে প্রকাশে আকাশে,
বিটপী ছায়ারে কভু ত্যজিতে কি পারে ?
চামুণ্ডা আপনি সতী কুল-দেবী তব—
এই শিক্ষা, রাজবালে, শিখেছ কি তুমি
তাঁর কাছে ? শুনিয়াছি দেবগুরু না কি
তব ভ্রাতৃ-সভাতলে বসেন সতত—
এই জ্ঞান, হা কপাল ! লভেছ কি তুমি
তাঁর সহ আলাপনে ? রূপ গুণ কিছু
নাহি মম—তবু যদি মুগ্ধ তুমি তাহে,
দূর কর ত্বরা করি উচ্ছেদি' সবলে
মোহভাব—দূর করে কৃষক যেমতি
শস্য-পূর্ণ ক্ষেত্র হ'তে বন-গুল্ম যত।
রক্ষঃকুলে জন্ম তব—রঘুকুলে মম,—
ক্ষত্র আমি—কোন্ শাস্ত্র, কোন্ ধর্ম্ম-মতে
তব সহ বল তবে উদ্বাহ-বন্ধনে
হইব মিলিত শুভে ?—রঘুবংশীয়েরা
পরস্ত্রী-বিমুখ-ব্রত জানিও সতত।

কিন্তু বৃথা এই কথা—সাগর-হৃদয়ে
ঊর্ম্মিমালা-লীলা যথা বিরাজে ললনে
অবিরত—অবিরত এ মোর হৃদয়ে
ঊর্ম্মিলা-প্রণয়-স্মৃতি বিরাজিত সুখে।
স্বপনেও নাহি হেরি অন্য-নারী-মুখ
এ জীবনে কোন কালে;—বসুধা ব্যতীত
অনন্ত কাহারে বল ধরেন মস্তকে?
কৌমুদীর অনুদয়ে, হেন সাধ্য কার,
কে বল আকাশে আর পারে হাসাইতে?
অনাহারে অনিদ্রায় স্ত্রী-মুখ না দেখি'
কঠোর এ ব্রত আমি পালিতেছি এবে
ধর্ম্ম হেতু—কত সুখে উছলিত হিয়া
কে জানিবে? কে বুঝিবে হৃদয়ের ভাব
লক্ষ্মণের?—অগ্রজের পদসেবা করি'
কি বিমল সুখ-সুধা লভি যে সতত
কি জানিবে? রাজ-ভোগে নাহি এত সুখ।
কি সুখ রমণী-প্রেমে? দেহ-সুখ সদা
তুচ্ছ করি' দূরে রাখি;—ধর্ম্ম-সুখ(ই) সুখ।
দেখ ভাবি, হে ভাবিনি! লিখিয়াছ এত
যে বর্ণনা—আঁকিয়াছ মোর সুখ তরে
কতই মোহন চিত্র—বর্ণিয়াছ নিজ
যৌবনের মোহময়ী শোভা—সুকুমার
শরীরের শোভাময় সুন্দর বিকাশ,—
সব বৃথা; অন্ধজন-সম্মুখে যেমতি

কুসুম-কানন শোভা ;—প্রেম-কথা তরে
এ হৃদয়ে নাহি স্থান অন্ত-নারী-মুখে।
কৌমুদী পরমসুখে সুপ্রবেশ লভে
কুমুদ-হৃদয়ে সদা—কিন্তু পঙ্কজেরে
ফুটাইতে নারে কভু ;—রবিবিভা পুনঃ
মহাসুখে পড়ে গিয়া পদ্মের হৃদয়ে,
কুমুদ-হৃদয়ে কভু নাহি স্থান তার।
বৃথা তুমি ভ্রম আর এ বিজন বনে
তেয়াগিয়া রাজ-সুখ, স্বর্ণ লঙ্কাপুরী—
তব যোগ্য। যেই সুখ চাহ মোর কাছে,
কোন কালে পারিব না দিতে তা তোমারে।
বৃথা আশা তব আজি কর বিসর্জ্জন
বিস্মৃতির সুগভীর প্রশান্ত সলিলে।
কোন্ হেতু এ কাননে নিস্ফল প্রবাস ?
কেন নিজ অন্তরের বাড়াও যাতনা ?
হৃদয়ের তৃষ্ণা কেন কর উত্তেজিত ?
প্রাণের পিপাসা কেন না কর দমন ?
যাও ফিরি—নিশাশেষে ভ্রমরীর মত,
হিমসিক্ত নিমীলিত কুমুদ হইতে
বৃথা আশা আজি তব সুধা লভিবারে।
কেমনে হে কুলধ্বজে ! কহ মোরে আজি
ন্যায়যুক্ত পন্থা তুমি করি' পরিহার,
উচ্ছৃঙ্খলা নদী যথা বরষার কালে
ভাঙ্গি' কূল—স্বচ্ছ জল পঙ্কিল করিয়া—

উপাড়িয়া তীরস্থিত মহীরুহ-রাজি—
ধায় বেগে,—কুলশীলে দিয়া জলাঞ্জলি—
পবিত্র হৃদয় তব করি' কলঙ্কিত,
গভীর পাপের এই তীব্র কামনায়—
অটল কুলের মান করি' উৎপাটিত,
ধাইতেছ মোর পানে ?—চঞ্চলতা তুমি
ত্যজ শুভে—ধর্ম্ম পানে চাহি ভক্তি-ভাবে।
বেলা যথা সাগরের তরঙ্গের খেলা
দমে সদা, শান্তভাবে তুমিও তেমতি
অধীর চিত্তের বৃত্তি করহ দমন।
ধর্ম্মভাবে চিত্ত তব কর উছলিত—
দূর কর যৌবনের চপলতা যত,
হৃদয়ের দৃঢ়তায়—জন্মেছ যে কুলে,
কলঙ্কের কালি কেন ঢালিবে তাহাতে—
সুপবিত্র সেই কুল ?—হৃদয়ের বেগ
দম নিজ শান্তিগুণে, না হয়ে অধীর ;—
মত্ত মাতঙ্গেরে যথা দময়ে কৌশলে
চালক—নদীর বেগ রোধে লোক যথা
নির্ম্মাইয়া দৃঢ় রোধঃ—কি আর কহিব ?
দেখেছ আমারে কভু হও বিস্মরণ—
যাও ফিরি' লঙ্কাধামে—ভুল এ কাহিনী।
কোমল হৃদয় তব—নবীন যৌবনে
দেখিয়াছ যে স্বপন, ভুলিবে সত্বরে।
তরল হৃদয়ে তব যে মূর্ত্তি অঙ্কিত

হয়েছে পলকে এবে, পলকে মিলাবে ;—
নিমেষে বুদ্বুদ যথা মিশে যায় জলে—
জলে লেখা অঙ্ক যথা মুহূর্ত্তে মিলায়,
তরণী-গমন-চিহ্ন নদী-বক্ষপরে—
আকাশ নিমেষ মধ্যে ফেলে আবরিয়া
বিহঙ্গম-পক্ষক্ষুণ্ণ-পথ-চিহ্ন যথা।
যাও ফিরি ভ্রাতৃ-গৃহে—স্বর্ণ-লঙ্কাধামে—
শান্তি সহ কর বাস চিরদিন তথা ;
সুখে থাক—ধর্ম্মে থাক—আশীর্ব্বাদ করি।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাপত্রোত্তর কাব্যে লক্ষ্মণ পত্রিকা নাম
পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ।

(দ্রৌপদীর প্রতি অর্জ্জুন।)

কাদম্বিনী দরশনে নিদাঘের শেষে
শিখীর মানসে মরি যে সুখ সঞ্চারে,—
অথবা সাগর-বক্ষ হয় উচ্ছলিত
মেঘান্তর অপগমে শশিবিভা হেরি
যেই ভাবে,—ভানুকরে তাপিত মানব,
নন্দনের সুধা পেলে যে আনন্দ লভে,—
সেই সুখ প্রাণেশ্বরি! পত্রিকা তোমার
দিতেছে অন্তরে মোর;—শুন সুলোচনে!
কত বার ধরি বুকে করেছি চুম্বন,
রেখেছি হৃদয়ে পুনঃ, কব তা কেমনে?
শশিমুখি তব লিপি অমৃত পূরিত
আদরের ধন মম!—তৃপ্তি নাহি পাঠে।
যতবার পড়ি আহা নব সুখে যেন
পুলকিত হয় মন—এ দীর্ঘ বিচ্ছেদে
ভুলিয়া, তোমার সনে প্রেম আলাপন
করি যেন—খুলি সাধে মনের কপাট;—
বিরহের তাপ ক্ষণে হই বিস্মরণ।

কিন্তু একি কথা প্রিয়ে! লিখিয়াছ মোরে?—

সংসারের কথা আর কেন বা পড়িবে
মোর মনে? কি অভাব স্বর্গপুরে মম?
শুন তবে বিনোদিনি! অর্জ্জুনের বোধে
সংসার-চক্রের কেন্দ্র তুমিই কেবল।
অর্জ্জুনের সুখ তুমি—তোমার বিরহে
স্বরগেও নিরানন্দ—কি আছে হেথায়
তোমার বিরহ যাহে যাইব ভুলিয়া?
কি অভাব স্বর্গে মোর শুনিবে সুন্দরি?
কি অভাব চকোরের গাঢ় মেঘে যবে
আবরি আকাশে ঢাকে পূর্ণ শশধরে?
কি অভাব শিখী ভুঞ্জে বল প্রাণেশ্বরি!
প্রখর রবির করে দহে তারে যবে
দূর করি কাদম্বিনী—শিখিমনোলোভা?
তোমারি অভাব হেথা;—যে চারু বর্ণনা
স্বরগের করিয়াছ, সুন্দর এ পুরী
তা হতেও;—কিন্তু এবে তোমার বিরহে
আঁধার সকলি হায় আমার নয়নে।
সুরপুরে কোন সুখে সুখী নহে মন।
রজনীর মধুরিমা প্রকাশে জগতে
কৌমুদী আকাশে যবে হাসে লো সুন্দরি!
স্বর্গ-বিদ্যাধরীগণ নাচে গায় সুখে,
পিতৃনাট্যশালে নিত্য, সত্য সুলোচনে!—
কিন্তু নয়নের কোণে কারো প্রতি কভু
নাহি চাহি—সুরপুরে যতেক ললনা

সকলের স্বরূপের মাধুরী লইয়া
সৃজিলা তোমারে বিধি ;—আমার নয়নে
জগত-ললাম-ভূতা তুমি সুহাসিনী।
না জানিয়া না বুঝিয়া মনোগত ভাব
ফাল্গুনীর,—হায় লজ্জা ! আদি বংশ-মাতা
উর্ব্বশী—চির যৌবনা—লাজভয় ত্যজি
এসেছিলা কামভাবে আমারে বরিতে ;
মাতৃসম্বোধনে আমি বিদায়িনু তাঁরে।
শতেক যুবতী হেথা বিরাজে সতত—
কিন্তু বল প্রাণেশ্বরি ! অযুত কুসুম
ফুটে যদি ধুমাসে, ভ্রমর কি কভু
লোভে া, সহকার মুকুলেরে ছাড়ি ?
অনন্ত তারকা যদি শোভে লো অম্বরে,
আকাশ কৌমুদী বিনা হাসে কি কখন ?
দিবানিশি তব প্রেম জাগিছে অন্তরে
প্রিয়তমে—তব স্মৃতি ধরিয়া হৃদয়ে,
স্মরিয়া তোমার মুখ, ধরিতেছি প্রাণ।
কাঞ্চনের শৃঙ্গ যথা সুমেরুর বুকে
হাসে সদা—স্বর্ণপুরী লঙ্কা যথা সতি !
ভারত সাগর বুকে—শুন প্রেমময়ি !
তব প্রেম এ হৃদয়ে নিয়ত সেরূপে
ভাসিছে ;—ভুলিব তোমা ? অসম্ভব কথা !
প্রকৃত প্রণয়ে প্রিয়ে ! বিরহ কখন
লাঘবিতে নাহি পারে ;—স্বাভাবিক ভাব,

প্রকৃতির আলো যথা আকাশের ভালে,
জ্বলে নিত্য একভাবে ;—স্বর্গ নাট্যশালে
গতনিশি জ্বলেছিল যেই দীপরাজি
আজি তা' নির্ব্বাণ এবে—কিন্তু প্রিয়তমে!
অই নীলাম্বর মাঝে যেই তারাদলে
দেখিতেছ, সহস্রেক বৎসরের পরে
জ্যোতির্ম্ময়, সমুজ্জ্বল, এমনি রহিবে।
বেলা যথা ঘেরিয়াছে অনন্ত সাগরে—
জলনিধি-বক্ষে যথা তরঙ্গের মালা
অনুক্ষণ বিরাজিত—শূন্যকোলে যথা
কাদম্বিনী চিরবদ্ধ আলিঙ্গন পাশে—
তব ভালবাসা সতি! তেমতি আমার
হৃদয়ে ঘেরিয়া আছে নিত্য সমভাবে ;
বদ্ধ সদা প্রেমময়ি, প্রেম প্রতিদানে।
চরণে রাখিতে তোমা লিখেছ সুন্দরি ;—
হৃদয়ের ধন তুমি রহিবে হৃদয়ে
চিরদিন—শুন কৃষ্ণে, সাগরের বুকে
কৌমুদী মনের সুখে খেলা করে সদা—
সরোবর বুকে সদা নলিনী সুন্দরী
মানস-রঞ্জন করি রহে বিরাজিত।
আমার কল্যাণ প্রিয়ে করিতেছ তুমি
নিশিদিন ; অবশ্যই তোমার কল্যাণে—
কল্যাণী আমার তুমি—সঙ্কল্প মনের
হবে সিদ্ধ—শীঘ্র পুনঃ মিলিব দুজনে।

এ দুঃখবিরহ মাঝে মিলনের সুখ
দেখাইছে আশা মোরে—আঁধার নিশিতে
পথিক সম্মুখে যথা বিজলীর ভাতি।
কতদিন পরে আর ও স্বর্ণ-প্রতিমা
ধরিব হৃদয়ে মোর—কতদিনে পুনঃ
হৃদয় আকাশে উদি হাসিবে আমার
হৃদয়ের পূর্ণশশী—নিদাঘ তাপিত
ধরাবক্ষে কতদিনে পড়িবে আবার
বরষার জলধারা—বিধিই তা জানে।
নিয়তই তব চিন্তা উদিত অন্তরে।
কিরণ-অঙ্গুলি দিয়া অপহৃত করি
অন্ধকার-কেশপাশ, হে সুকেশি, সুখে
নিমীলিত-পদ্মনেত্র নিশিমুখ যবে
চুম্বেন আদরে শশী, শুন শশীমুখি,
তখন স্মরিয়া তব কমল বদন
কত কাঁদি, কে জানিবে? কে বুঝিবে বল?
স্বর্গ বিদ্যাধরীগণ মন-সুখে যবে
কল্পতরুবর-মূলে—নন্দন কাননে,
নাচে গাহে হাসে সুখে বিদ্যাধর সহ—
প্রফুল্ল—আমোদ স্রোত ভাসে চতুর্দ্দিকে,—
তখন এ পোড়া প্রাণ গুমরিয়া মরি,
কেমনে যে কেঁদে উঠে কব তা কেমনে?
যে হাসি উজল করে তাদের সঙ্গীত,
নৃত্য, প্রফুল্লতা আর, হায় রে বিধাতঃ!

হাসির সে প্রাণভূতা প্রতিমা আমার
কবে বিরাজিবে পুনঃ হৃদয়ে আসিয়া
উজলিয়া হৃদয়ের আঁধারের পুরী।
জানি আমি প্রাণ তব আমাতেই রত
চিরদিন—ভালবাসা অনন্ত তোমার
মোর প্রতি;—দুঃখ নাহি কর বিরহিণি,—
যে আকাশ হ'তে পড়ে বরষার কালে
ভীম বজ্র, শরতের মধুর চাঁদিনী
সেই সে আকাশ ভালে শোভে লো সুন্দরি।
শুন প্রিয়ে, অস্ত্রশিক্ষা প্রায় শেষ মম;
ত্বরায় ফিরিয়া পুনঃ হেরিব হৃদয়ে
সেই ধ্রুবতারা মম, যার পানে চাহি
সংসার সাগর মাঝে চলিয়াছি সদা।
জান তুমি, নিতম্বিনি, কিসের কারণে
তোমারে ছাড়িয়া আমি এ বিরহ সহি
আসিয়াছি সুরপুরে অস্ত্রশিক্ষা হেতু।
তোমারি কারণে প্রাণ! সহিতেছি আমি
তোমার বিরহ-জ্বালা—সতী-অপমান
করিয়াছে দুর্য্যোধন প্রতিফল তার
দিব যেই দিন প্রিয়ে, সেই দিন মম
এ শ্রম সফল হবে;—ক্লেশশেষে যদি
সফলতা, সব দুঃখ হয় বিদূরিত।
মনশ্চক্ষে তব মূর্ত্তি হেরিতেছি আমি,
দুঃখময়ী—অশ্রুসিক্ত বদন কমল,

চিন্তাপূর্ণ—অভাগার চিন্তায় কেবল ;—
কত আশা করেছিলে শৈশব সময়ে
কত সুখ ভুঞ্জিবারে যৌবনের কালে ;—
পার্থপত্নী হবে তুমি—রাজরাজেশ্বরী
রূপে বিরাজিবে সদা—লক্ষ দাস দাসী
সেবিবে তোমারে নিত্য—কাঁপিবে সভয়ে
কতজন, হাস্যমুখ না দেখিলে তব—
কোন্ সাধ হৃদয়েতে উদিবে তোমার
পূরণ না হবে যাহা, অর্জ্জুনের তুমি
অঙ্কলক্ষ্মী ?—কোন্ সুখ রহিবে জগতে
তুমি না পাইবে যাহা লো চারুহাসিনি ?—
মণি মুক্তা হীরকাদি অলঙ্কার যত—
অগুরু চন্দন চুয়া গন্ধদ্রব্য আর—
রথ গজ হয় আদি যতেক বাহন—
বিচিত্র বসন ভূষা—কি হেন স্বরগে,
মরতে, পাতালে কিবা রহিবেক, যাহা
ধনঞ্জয়-জায়া চাহি না পাবে তখনি ?
সুরেশ্বর পিতা মম—নারায়ণ সখা—
যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—হেন শুভযোগ
কার ঘটে ?—কত আশা করেছিলে তুমি
কত সুখ লভিবারে, কিন্তু হা কপাল,
অভাগার ভাগ্যদোষে, একদিন তরে
পূরিল না আশা তব ;—হে দারুণ বিধি !
দেবহিয়া কেন বল এতই কঠিন !

কেমনে লিখিলে তুমি, কোন্ প্রাণে মরি,
এই দুঃখ কৃষ্ণসখী দ্রৌপদীর ভালে ?
ত্রিদিবের বার্ত্তা সখি কি লিখিব বল ?
ত্রিদিব আমার চক্ষে অন্ধকার পুরী,
তোমার বিহনে সদা—আলোক বিহনে
নিশি যথা—গন্ধ বিনা কুসুম যেমন।
একাকী বেড়াই আমি মন্দাকিনী তীরে
অবসর কালে সদা,—শুন সুবদনি,
কত প্রেম আলিঙ্গন পাঠাই আদরে
মনে মনে তব কাছে কব তা কেমনে ?
দেবনদী সম্বোধিয়া কত কথা বলি,—
"বিরহের জ্বালা তুমি জান ভাল মতে
জাহ্নবি, সদাই তেঁই আকুল পরাণে
না চাহিয়া কোন দিকে, না মানিয়া কভু
কোন বাধা, ধাও তুমি সাগর সঙ্গমে ;—
আমিও তাপিত আজি সে মহাজ্বলনে।
অযুত তরঙ্গ-কর রঙ্গে পশারিয়া
হে গঙ্গে, আলিঙ্গি তোমা লন জলনিধি—
প্রতি বাহু পশারণে পড় তাঁর বুকে—
কিন্তু দেখ মোর দশা সুরতরঙ্গিণি ;
নিদ্রাঘোরে কতদিন দেখিয়া স্বপন
পশারিয়া বাহুদ্বয় চেয়েছি ধরিতে,—
পাই নাই—নিদ্রাভঙ্গে সহেছি আবার
বিরহের ঘোর জ্বালা রাবণের চিতা।"

পারিজাত তরুমূলে কখন বা গিয়া
বলেছি সম্বোধি তাহে—"দেববৃক্ষ তুমি,—
কিন্নরীরা তব ফুলে অলঙ্কার গড়ি
পরে সদা—বিদ্যাধরী সকলে আসিয়া
পারিজাত লয়ে কত খেলে মন সুখে—
উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা তিলোত্তমা আদি
অপ্সরীরে, কিন্নরীরে, বিদ্যাধরীদলে,
পারিজাত বিভূষিতা দেখেছ সদাই—
কিন্তু দেব ! কি বলিব, দ্রৌপদীরে আনি
তব ফুলে সাজাইয়া পারিতাম যদি
ধরিতে সম্মুখে তব, দেখিতে তা হলে,—
দেখিতে স্বর্গের ফুলে শোভিত হইয়া
মরতের লতা দেব, কত শোভা ধরে,—
স্বরগের রবিকরে মণ্ডিত হইলে
মর্ত্ত্য পর্ব্বতের চূড়া কত শোভাময়ী,—
নীলপঙ্কজিনী, দেব, মরতবাসিনী,
দিবাকর করে আহা কি শোভায় সাজে,—
মরতের মধুরিমা স্বরগের শোভা
হারাইত—কিন্তু হায় কোথা সে এখন।"

কল্পতরুমূলে গিয়া কখন বা কহি,
ডাকি তরুবরে উচ্চে—"সিদ্ধিদাতা সদা
দেব নর যক্ষ রক্ষ কিন্নরের তুমি—
সবারি মনের আশা সিদ্ধ কর দেব,
তোষ তুমি জগতেরে—কেন তবে প্রভু

না হও সদয় মোরে ?—হৃদয়ে আমার
দেখ চাহি কোন্ চিন্তা জাগিছে সতত ?
কোন্ বাঞ্ছা হৃদে মোর জাগরূক চির ?
কোন্ সাধ পূরাইতে লালায়িত সদা ?
দেখ দেব—সর্ব্ববিদ্ চিরদিন তুমি—
পূরাও মনের বাঞ্ছা বাঞ্ছা-কল্পতরু—
যেই বিভা অনুদয়ে অন্তর আকাশ
হয়েছে আঁধারময়, কর কৃপা আজি,
সে আলোকে এ অন্তরে করহ উদয়—
তৃষিত হৃদয় আজি যাহার অভাবে
সেই সে শীতলবারি কর বরষণ—
কামদ সদাই তুমি" ;—কিন্তু হা কপাল,
বায়সের রবে কভু বর্ষে জলধারা
আকাশ ? মরুতে হায় ফোটে কি কখন
কমলিনী ? অভাগার অদৃষ্টের দোষে
স্বর্গের কামদ তরু বাম মম প্রতি।

স্বরগ হইতে প্রিয়ে তব উপযোগী
যতেক সামগ্রী আছে যাইব লইয়া,
পারিজাত আদি করি তোমার কারণে ;—
ইন্দ্র-পুত্রবধূ তুমি—ইন্দ্রপুরে যাহা,
সকলি তোমার ভোগ্য শুন ভাগ্যবতি !

দেখিতেছি মূর্ত্তি তব শশাঙ্কলোচনে,
রবিকরদগ্ধশোভা শশাঙ্কের লেখা,
মলিনা বিষণ্ণা মরি আকাশের ভালে

যেমতি দিবসে দেখি—বিরহের তাপে
দেহের মাধুর্য্য যেন গিয়াছে শুকায়ে—
পারি না ভাবিতে আর—নয়নের জলে
ভাসে বক্ষঃস্থল মম—কোন্ হিয়া বল
নাহি ফাটে দেখি আহা ও স্বর্ণ প্রতিমা
নিমজ্জিত বিরহের অনন্ত সাগরে ?
কিন্তু নিদাঘের শেষে রবি-পীতজলা
তরঙ্গিণী সহ যথা দেন মিলাইয়া
প্রবাহে—দিবেন বিধি শুন বিধুমুখি,
তব সহ অভাগায় মিলাইয়া পুনঃ।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাপত্রোত্তর কাব্যে অর্জ্জুন পত্রিকা নাম
ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ।

(ভানুমতীর প্রতি দুর্য্যোধন।)

অধীরা কি হেতু তুমি—ক্ষত্রকুলবালা,
ক্ষত্রপত্নী—রণক্ষেত্রযাত্রী পতি হেতু,
না পারি বুঝিতে আমি। নাহি নিদ্রা তব ?
কুরুক্ষেত্রে শত্রুপক্ষ কত যে মরিবে
মোর শরে, এ চিন্তায় অন্তর তোমার
সদা পরিপূর্ণ বুঝি ; সেই সে কারণে
বিদূরিতা নিদ্রা তব সুনেত্র হইতে।
আহারে নাহিক রুচি ? মন যদি সদা
উতলা, আহারে রুচি নাহি থাকে কভু ;
রণস্থলে স্বামীকৃত শত্রুনাশ হেতু,
উৎসাহ পূরিত চিত্ত সদাই তোমার ;
রণক্ষেত্র-চিত্র সদা কল্পনার বলে
আঁকিছ, ভাবিছ মনে স্বপক্ষের জয়,
ব্যাকুল অন্তরে তাই অরুচি আহারে।
দেবালয়ে যাও যদি পূজ দেবতারে,
মাগ বর, পাণ্ডবেরা বিনাশিত যেন
অচিরে কৌরব-শরে। রাজোদ্যানে কিবা
গৃহ-চূড়ে, যবে যেথা যাও, ভাব সদা

পাণ্ডবের পরাজয় নিজ পক্ষ জয় ;
কুরুকুললক্ষ্মী তুমি—রাজলক্ষ্মী মম ;
জয়লক্ষ্মী কুরুপক্ষে তোমার কল্যাণে।
কিন্তু কি কারণে তুমি কাঁদ সুবদনি ?
জননী কাঁদেন কেন, কুরুবধূ সহ ?
বীরধর্ম্মে, ক্ষত্রধর্ম্মে নিরত যে পতি
পুত্র, তাহাদের লাগি কোন্ বীরজায়া,
বীরমাতা, অশ্রুজল ফেলেন নয়নে ?
ভানুর কিরণ যথা প্রকাশিত লোকে,
ভানুমতি, সর্ব্বস্থলে, পরাক্রম মম
সর্ব্বদেশব্যাপী তথা। কিন্তু হায় আজি
শুনিয়া তোমার কথা নতশির লাজে
ঘৃণায় ! ভাব কি তুমি অধর্ম্মে ছলিয়া
পাণ্ডবেরে, রত আমি এ মহা-সমরে ?
একি ভ্রান্তি তব কান্তে, ন্যায়পন্থাগামী
দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপাচার্য্য কিসের কারণে
কহ তবে মোর পক্ষে আইলা সকলে ?
রাজধর্ম্ম পথ হতে বিচলিত কভু
দুর্য্যোধন, কুরুপতি, নহিবে জীবনে।
কি হেতু সুন্দরি তুমি নিন্দিতেছ বল
মাতুলেরে—কোন দোষ নাহিক তাঁহার।
বুঝাইব সবিস্তারে সমস্ত ঘটনা।
জন্মান্ধ জনক মোর—সেই সে কারণে
জ্যেষ্ঠ হয়ে নিজ রাজ্যে হইলা বঞ্চিত ;

পাণ্ডু রাজা লভিলেন রাজ্য অধিকার।
পাণ্ডুর অভাবে পিতা পাণ্ডুপুত্রগণে—
অকৃতজ্ঞ—কত ক্লেশে সন্তানের মত
পালিলা, রাজত্ব অর্দ্ধ স'পিলা হরষে।
শৈশবে পাণ্ডবগণে পরাণে বধিতে,
বিদূরিতে রাজ্য হতে, কি ভার লাগিত
কহ শুনি, কৌরবেরা অধার্ম্মিক যদি,
রাজ্যলোভী?—অধার্ম্মিক পাণ্ডুর তনয়,—
যুঝে তেঁই পিতৃ সম জ্যেষ্ঠতাত সহ,
পিতামহ ভীষ্ম আর দ্রোণাচার্য্য সনে।
রাজ্যলোভে মদগর্ব্বে হইয়া গর্ব্বিত
অনুষ্ঠিলা রাজসূয় যুধিষ্ঠির রাজা।
রাজসূয় যজ্ঞ নহে—অসূয়া পীড়িত
হৃদয়ে, কৌরবদলে—মহামানী সবে—
অপমান করিবারে সেই সে উপায়।
যজ্ঞস্থলে ছায়াবাজি! স্ফটিক নির্ম্মিত
মিথ্যা সরোবর, সত্য ভ্রম হয় মনে;
গুটাইনু পরিচ্ছদ, হাসিল সকলে,
হাসে ভীম, রোষে মরি স্মরিলে সে কথা,
রত্ন অনভিজ্ঞ বলি উপহাসি মোরে।
পুনরায় ছায়াবাজি! সত্য সরোবর
বিমল সলিলে পূর্ণ—নির্ম্মিত এ রূপে,
স্থল বলি হয় ভ্রম, পড়িনু তাহাতে—
সভাতলে উপহাস করিল সকলে।

মিথ্যা দ্বার সভাতলে মায়াতে সৃজিত—
কে না জানে মায়াময় দানবাধিপতি
ময় নিত্য—সত্য ভাবি যাইতে ত্বরিতে
লাগিল আঘাত শিরে, পুনরায় সবে
হাসিয়া উঠিল দেখি—একি অপমান !!
কি হেতু সে সভাতলে এ সব রচনা—
নহে যদি কৌরবের অপমান হেতু ?
রাজধর্ম্ম বিচলিত জীবনে কখন
নহে দুর্য্যোধন, সত্য কহিনু তোমারে।
শুন রাজধর্ম্ম দেবি,—সেই সে অরাতি
যে জন সন্তাপ দেয় ; পাণ্ডব সে হেতু
চিরশত্রু কৌরবের—শুন পুনঃ দেবি,
লোকবৃত্তি, রাজবৃত্তি ভিন্ন চিরদিন—
ক্ষত্রিয়ের জয়বৃত্তি সকলের সার,—
স্বার্থচিন্তা বিধিমতে সদাই করিবে
রাজগণ—দোষাদোষ না করি বিচার।
মাতুলেরে নিন্দা নাহি কর চন্দ্রাননে।
ধর্ম্মমতে পাশা খেলা মাতুল খেলিলা
যুধিষ্ঠির রাজা সহ, সভার ভিতরে,
ধর্ম্মমতে ধর্ম্মপুত্র হৈলা পরাজিত।
সকলি বিধির খেলা, শুন বিধুমুখি।
হরেছিল কুরুবধূ চিত্ররথ রথী,
অর্জ্জুন তাহার সহ যুঝিয়া সবলে
উদ্ধারিল বধূগণে—যথার্থ এ কথা।

কিন্তু ভাবি দেখ দেবি, কিসের কারণে,
যুঝেছিল সব্যসাচী, গন্ধর্ব্বের সহ ?
কুরুপাণ্ডুকুলমান এক(ই) সূত্রে গাঁথা—
কুরুকুলবধূগণে হরিল দুর্ম্মতি
চিত্ররথ, অপমান কৌরবের শুধু
নহে তাহা—পাণ্ডবের (ও) অপমান তাহে।
কোন্ কৃতজ্ঞতা ডোরে বাঁধিল সে মোরে
আপন কুলের মান রক্ষিয়া আপনি ?
লিখিয়াছ, উৎপলাক্ষি, বিরাটের পুরে
কুরুসৈন্য ধনঞ্জয় একাকী জিনিল—
কিন্তু বিবেচনা করি, বিশাললোচনে,
দেখ ভাবি, সব কথা বুঝিবে সহজে।
দীর্ঘকাল পাণ্ডবেরে না করি দর্শন,
পিতামহ ভীষ্ম আর দ্রোণাচার্য্য গুরু,
মৎস্যদেশে, স্নেহরসে তিতিলা দুজনে
পার্থে হেরি যুদ্ধক্ষেত্রে—করিলা কি রণ
যথাসাধ্য রথিদ্বয় ?—তাঁহাদের দেখি
সমরে বিমুখ হয়ে কুরুসৈন্যগণ
ফিরিল হস্তিনা মুখে, সেই সে কারণে
সে রণে অর্জ্জুন জেতা ;—মমতা-প্রবাহে
বীরত্ব-বিটপী-মূল শিথিল আপনি,
তেঁই সে সামান্য তেজে অর্জ্জুন জিনিল ;—
নদী-বেগ-ক্ষুণ্ন-মূল তটদ্রুম যদি,
মৃদু বায়ু সঞ্চালনে সহজে পতিত।

কিন্তু চিন্তা দূর কর কুটিলকুন্তলে ৷
দুর্য্যোধন জায়া তুমি, কুরুকুলেশ্বরী,
শত শত মহাযোধ তব পতি সহ
এ মহা সমরে ব্রতী, নারায়ণী সেনা
পক্ষ তার—রণচিন্তা কেন বল তব ?
কে আছে রথী এ বিশ্বে বিমুখিবে রণে
এ সবারে ? বৃকোদর কত বল ধরে ?
কিবা শক্তি অর্জ্জুনের ? দ্রোণাচার্য্য আর
ভীষ্ম সহ, শুচিস্মিতে, সংগ্রামে জিনিবে ?
প্রতিজ্ঞা করিলা দোঁহে পাণ্ডব নিধনে—
সেই বাক্য অবশ্যই সিদ্ধ হবে ত্বরা—
সে প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ করে কে আছে জগতে ?
বল দেবি, সূর্য্য হতে রশ্মি যবে ছুটে,
মেঘ হতে ছুটে যবে তড়িৎ-প্রবাহ,
কে হেন শকতি ধরে, ফিরায় তাহারে ?
কেন কর্ণে নিন্দ তুমি ইন্দীবরাননি ?
মহারথী কর্ণ বীর—গুণের গৌরবে
সদা অলঙ্কৃত যেই, কেবা লক্ষ্য করে
কুল তার— পঙ্কজাত পঙ্কজেরে কভু
অনাদর করে কেহ ? দেখ ভাবি মনে।
গত নিশাকালে দেবি দেখিয়াছ তুমি
যে স্বপন, চিন্তা নাহি কর তার তরে।
ব্যাকুল অন্তর যদি, কুস্বপ্ন সদাই
দেখে লোকে ; বিজ্ঞ জনে বিচলিত কভু

নহে তাহে—হৃদয়েরে কর শান্ত এবে।
ক্ষত্রধর্ম্ম বীরধর্ম্ম ভুলিয়া কেমনে,
পঞ্চখানি গ্রাম দিয়া তুষিব পাণ্ডবে,
কহ আজি? কি বলিবে ব্রহ্মাণ্ডের লোক?
কাপুরুষ বলি সবে ঘোষিবে জগতে—
ভয়ে ভীত দুর্য্যোধন, বলিবে সকলে,
পাণ্ডবের সনে সন্ধি করিল স্থাপন।
না না দেবি, এ জীবনে হবে না তা কভু।
অচিরে দেখিবে তুমি অয়ি চারুশীলে
রণজয়ী দুর্য্যোধন বিপক্ষ নাশিয়া
আলিঙ্গিবে লো শুভাঙ্গি তোমায় গৌরবে,
বীরধর্ম্ম রাজধর্ম্ম তেজের প্রবাহে
পাণ্ডবধূমকেতনে ধূমশেষ করি।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাপত্রোত্তর কাব্যে দুর্য্যোধন পত্রিকা নাম
সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ।

(দুঃশলার প্রতি জয়দ্রথ)

এ কি কথা লিখিয়াছ ?—বীরপত্নী তুমি,
কুরুনাথ পিতা তব, দুর্য্যোধন ভ্রাতা—
এ কথা কি সাজে কভু তোমার বদনে ?
ছদ্মবেশে রণভূমি ত্যজিব কি হেতু ?
গাণ্ডীবী দণ্ডিবে মোরে ? কি সামর্থ্য তার ?
কি করিতে পারে পার্থ ? যে সৈন্যের নেতা
দ্রোণাচার্য্য, কোন্ যোধ আছে ভবধামে,
সম্মুখ সমরে যুঝে সে সৈন্যের সহ ?
দেবযোনি-জয়ী পার্থ লিখিয়াছ মোরে,—
কিন্তু দেবকুলে কহ কে আছে যে আঁটে
আচার্য্যের সহ রণে ?—অস্ত্রগুরু তিনি
ফাল্গুনীর ;—গুরুজয়ী শিষ্য কেবা ভবে ?
ঝটিকা বিটপীকুলে টুটে অনায়াসে,
মহাচলে বিচলিতে পারে কি কখন (৩) ?

লিখিয়াছ পার্থসুতে অন্যায় সমরে
বধিলা কৌরব রথী। রণের বারতা
কি জানিবে তুমি বল ? সঞ্জয়ের মুখে
যে ভাবে যে কথা শুন, বেদবাক্য সম

ধর তাহা ; কহিলা কি সঞ্জয় তোমারে,
কার রণে—কি কৌশলে—পড়িলা কেমনে
অস্ত্রী-কুল-গুরু ভীষ্ম বীর চূড়ামণি ?
অন্যায় সমরে আহা কুরুক্ষেত্র রণে
গতজীব পিতামহ কৃষ্ণের কৌশলে ;—
শিখণ্ডীরে রাখি অগ্রে অর্জ্জুন দুর্ম্মতি
যুঝিল ভীষ্মের সহ কপট সমরে ;—
নিরস্ত্র বীরের প্রতি প্রহারিল পাপী
তীক্ষ্ণশর ;—এই তার ন্যায়ের বড়াই !
ন্যায়যুদ্ধ পাণ্ডবেরা করিল এরূপে !
রাজধর্ম্মমতে দেবি, কপটের সহ
কপট আচার যোগ্য, এই সে কারণে
সপ্তরথী পার্থসুতে ঘেরিয়া বধিল।
শিশুবীর ভ্রাতৃপুত্র লক্ষ্মণ তোমার,
আর্জ্জুনি বধিল তারে—তবে কি কারণে
অভিমন্যু প্রতি তব এত স্নেহ বল ?
ভ্রাতৃপুত্রঘাতী জনে এত দয়া কেন ?
কুলবালা তুমি সাধ্বি, কিসের কারণে
রণচিন্তা কর এত ?—ভ্রমরের পদ
কোমল শিরীষপুষ্প সহে লো সহজে—
বিহঙ্গের ভার সে কি পারে সহিবারে ?
কি কারণে ভয় তব ? শরশয্যাগত
পিতামহ ভীষ্ম এবে অন্যায় সমরে—
সত্য কথা ; কিন্তু তুমি দেখ ভাবি মনে,

কত মহারথী আরো কৌরবের সহ
মিলিত সমরক্ষেত্রে ;—দ্রোণপুত্র বলী
অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, কর্ণ মহাবীরে
স্মর দেবি, স্মর দেবি ভীম গদাপাণি
ভ্রাতা তব দুর্য্যোধনে—কুরুকুল পতি—
আর আর যোধ যত কত বা কহিব ?
মহাধনুর্দ্ধর সবে ভীম পরাক্রমে
কৌরবের পক্ষে যুঝে—হেন দুর্য্যোধনে
কার সাধ্য বিমুখিবে এ সংগ্রামে কহ ?
জয় আশা মরীচিকা নহে কুরুগণে ;—
মরীচিকা—পাণ্ডবেরা মনে যদি ভাবে
লভিতে বিজয়-লক্ষ্মী কুরুক্ষেত্র রণে।
পুত্রশোকে জ্ঞানশূন্য ধনঞ্জয় আজি—
প্রতিজ্ঞা করিলা তেঁই বধিবে আমারে
এ মহাসমরে কালি, নতুবা আপনি
ত্যজিবে জীবন পশি অগ্নি-কুণ্ডমাঝে।
উন্মাদের এ প্রলাপে কেন ভীতা তুমি ?
কেন ভীত পিতা তব ? সঞ্জয় সুমতি ?
যেই সপ্তমহারথী তনয়ে তাহার
পাঠাইলা প্রেতপুরে, সবাই জীবিত ;
লক্ষ লক্ষ রথী আরো আছে কুরুদলে,
মোর হেতু প্রাণপণে সবাই যুঝিবে ;
কি কৌশলে কোন্ অস্ত্রে বিমুখিবে কহ
অর্জ্জুন, এ যোধগণে অজেয় সমরে ?

স্মর দেবি পূর্ব্বকথা ;—নানা উপহারে
কতকাল ধরি আমি পূজিনু মহেশে,
অনাহারে অনিদ্রায় অরণ্য ভিতরে—
তুষ্ট হ'য়ে বিরূপাক্ষ দিলা বর তবে—
মোর মুণ্ড কাটি যেবা পাড়িবে ভূতলে,
তখনি তাহার মুণ্ড শত খণ্ড হবে।
কি হেতু ডরাও তুমি ? কি করিতে পারে
ধনঞ্জয়, মৃত্যুঞ্জয় সহায় যাহার ?
ধ্রুব কথা শুন দেবি,—কিরীটী করিল
এ প্রতিজ্ঞা, আপনার বিনাশের হেতু।
সহোদর দুর্য্যোধনে না নিন্দ সুন্দরি ;
অক্ষক্রীড়া রাজধর্ম্ম—অধর্ম্মের ফাঁদ
নহে তাহা ;—ধর্ম্মরাজ স্বেচ্ছায় খেলিলা।
কে তাঁরে কহিয়াছিল খেলিতে সে খেলা
পাঞ্চালীরে পণ করি ? জয়ী দুর্য্যোধন
সভাস্থলে দ্রৌপদীরে তেঁই সে আনিলা।
পাণ্ডব কৌরব দোঁহে কুটুম্ব আমার,
জিজ্ঞাসিছ কেন তবে কুরুপতি সনে
মিলেছি এ রণে আমি ? শুন বরাননে
দুর্য্যোধন কুরুপতি সহোদর তব
বরিলা আমারে আগে ;—তোমারি কারণে
এ সমরে কুরুপক্ষে গ্রহিনু সাদরে
আমন্ত্রণ—কৃশোদরি, সহোদরে তব
ত্যজিতে কি পারি আমি ?—দেখলো ভাবিয়া।

প্রাণভয়ে সিন্ধুপতি সম্মুখ সমর—
ন্যায়যুদ্ধ—তেয়াগিয়া ফিরিবে আলয়ে?
হেন অনুরোধ তুমি করিলে কেমনে?
কি কহিবে শুনে যদি বীরাঙ্গনা যত
এ ভূতলে? কি কহিবে শূরসিংহ সবে?
পশিয়াছি রণে আমি, ক্ষত্র ধর্ম্ম আজি
কেমনে ত্যজিব কহ? নারীর বচনে
বীরবৃত্তি বল আজি কেমনে ভুলিব?
কুলিশ গগন ছাড়ি পড়ে যবে ভূমে,
অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গে ভাঙ্গে নিজ তেজে—
সৌদামিনী পানে সে কি চাহে লো ফিরিয়া?

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাপত্রোত্তর কাব্যে জয়দ্রথ পত্রিকা নাম
অষ্টম সর্গ।

নবম সর্গ।

(জাহ্নবীর প্রতি শান্তনু)

বুঝিনু সে এতদিনে কিসের কারণে
ত্রিলোক তারিণী গঙ্গা কৈলা অবস্থিতি
মোর গৃহে—নারীরূপ ধরিয়া মরতে।
ভাগ্যবান্ কেবা আছে আমার সমান
ধরাধামে? স্পর্শে যাঁর তখনই মোচন
শত জনমের পাপ, মোক্ষলাভ ধ্রুব,—
পঞ্চমুখে পঞ্চানন করেন কীর্ত্তন
যে নাম—মস্তকে ধরি যাঁহারে যতনে
রাখেন আদরে কত—কোন্ ভাগ্যবলে
সেই সে মোক্ষদা দেবী মানবী আকারে
রহিলা যে এতদিন আমার ভবনে
পত্নীভাবে—নর আমি, কেমনে কহিব?
ভুলিব পূর্ব্বের কথা—'ভুলে লোক যথা
স্বপ্ন নিদ্রা অবসানে?' একি কথা দেবি!
পূর্ব্ব কথা স্বপ্ন নহে—জাগ্রত জীবনে
ছিনু যতদিন তুমি আছিলা এ পুরে;
এখন স্বপন সব—তোমার বিরহে
হস্তিনা অঁধারময় আমার নয়নে।

যে অবধি ত্যজি দেবি গিয়াছ আমারে,
ত্যজিয়াছি গৃহ আমি—সেই সে সকল(ই)
হেমময় শয্যা তব, রতন আসন,
গন্ধদ্রব্য—অলঙ্কার, কিবা মনোহর—
প্রসাধন সজ্জা যত—প্রমোদ কানন,
বিরাজিছে,—কিন্তু সব তোমার বিহনে
অন্ধকার ;—মনোহর কুসুম কানন—
উজ্জ্বলিত চন্দ্রালোকে কতই সুন্দর,
জ্যোতিহীন শোভাশূন্য অমানিশি যোগে ।
পত্নীভাবে আর তোমা ভাবিব কেমনে ?
কিন্তু দেবি, কহি শুন হৃদয়ের জ্বালা
জুড়াইতে এ জগতে নাহি স্থান মম ।
কেন এ ক্ষণিক সুখে মজাইলে মোরে ?
কেন সে বিজলি ভাতি করিলে বিকাশ
কহ দেবি, জীবনের অন্ধকারে মোর
বাড়াইতে শতগুণ ? হায় রে বিধাতঃ
সুখ-শৈলোপরে মোরে কেন বা তুলিলি,
নিক্ষেপিতে এ দুঃখের গভীরতা মাঝে ?
কে বুঝিবে ? এ ভুবনে কে আছে তেমন,
এ পোড়া মনের কথা কহিব কাহারে ?
মরমের ব্যথা কেবা পারিবে বুঝিতে ?
বৰ্দ্ধিত প্রবাহ সদা পীড়য়ে যেমতি
সিন্ধুকূল, বিরহের দুরন্ত বেদন
পীড়িতেছে মোরে দেবি দিবস রজনী ।

প্রেরিয়াছ পুত্রবরে—পরম যতনে
পালিব তাহারে সদা, তার মুখ দেখি
ভুলিব অনেক দুঃখ,—আদরের ধন
সে আমার। তব মূর্ত্তি বিম্বিত বদনে
স্বর্গীয় জ্যোতির সহ, রূপে গুণে কুল
উজ্জলিবে পুত্র মোর—যুবরাজ পদে
বিধিমতে অভিষেক করিব তাহারে—
রাজ্যরক্ষা ভার তারে করিয়া অর্পণ
যাপিব জীবন সদা তোমারি চিন্তায়।
পুরী মম যে অবধি ত্যজিয়াছ তুমি,
এই সুরধুনী তীরে ভ্রমিতেছি সদা
সে অবধি, নির্ম্মাইয়া কুটীর এখানে
নিশিদিন যাপিতেছি উদাসীন ভাবে।
এবে সে বুঝিনু আমি কিসের লাগিয়া
জাহ্নবীর কূলে দেবি, এত প্রীতি মোর?
কেন আমি অহরহ এই নদীকূলে
ভালবাসি দেখিবারে লহরীর খেলা?
জলময়ী মূর্ত্তি তব এই তরঙ্গিণী;
অজ্ঞাতে হৃদয়ে তেঁই দেখিয়া ইহারে
এত সুখ পাই মনে;—ভবধামে আর
রহিব সে যতদিন দেখিব নয়নে
এই মূর্ত্তি দিবানিশি। হস্তিনা কাতরা
লিখেছ বিরহে মোর—কিন্তু দেখ ভাবি
ক্ষিতিপতি নামে মাত্র ছিনু চিরদিন,

স্বাভাবিক রতি মোর ছিল সে তোমাতে।
কোন্ সুখে যাব দেশে ?—বকুল সংযোগে
হৃতজ্যোৎস্না নিশীথিনী, তুষার বর্ষণে
গত-শতদল-শোভা সরসী যেমতি,
হস্তিনা তেমতি আজি তোমার বিহনে।
শর্ব্বরী শশীর সহ মিলে পুনঃ সুখে,
পঙ্কজিনী রবি সহ, চক্রবাক সহ
চক্রবাকী—বিরহের অন্তর সহজে
সহে তারা ;—কিন্তু শুভে, গিয়াছ চলিয়া
চিরদিন তরে তুমি ফিরিবে না কভু—
কি আশ্বাসে এ জীবন করিব ধারণ ?
কি আশায় হৃদয়েরে রাখিব জাগায়ে ?
কি সুখের লোভ বল দেখাব অন্তরে ?
কি কথায় সান্ত্বনিব মর্ম্মের রোদন ?
কি বারি সিঞ্চিব কহ শুষ্ক-প্রাণ-মূলে ?
আত্মার এ হিমরাশি কি তাপে গলাব ?
জীবনের ধৃতি মোর গিয়াছে চলিয়া
হৃদয়ের রতি সহ ; মরমের গান
নীরব, বিষাদ শোক পরিপূর্ণ কভু ;
প্রাণের বসন্ত ঋতু চিরনিরুৎসব ;
সকলই নিষ্ফল মোর তোমার বিরহে।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাপত্রোত্তর কাব্যে শান্তনু পত্রিকা নাম
নবম সর্গ।

দশম সর্গ।

(উর্ব্বশীর প্রতি পুরুরবা)

কি শুনিনু ! হৃদয়ের গূঢ়তম দেশে
যে দেবী-প্রতিমা আমি করিয়া স্থাপন
পূজিতেছি নিশিদিন প্রীতি-পুষ্প দিয়া
সযতনে, হৃদয়ের শোনিত-চন্দনে
মাথাইয়া, নয়নের অশ্রু-গঙ্গাজলে—
সে দেবী প্রসন্না আজি !— হায় রে কপাল !
'স্বর্গচ্যুতা আজি তিনি আমার কারণে !
হেমকূটে যেই দিন কুটিল-কুন্তলে,
হেরেছি ও রূপরাশি—অতুল জগতে,
সে অবধি মনপ্রাণ সঁপেছি তোমায় ।
কিবা অপরূপ মরি দেখিনু, যেন বা
মেঘমুক্ত কৌমুদীর রাশি— হিয়া মম
কত ভাবে থরথরি উঠিল কাঁপিয়া ।
কি সুন্দর মুখ আহা হেরিনু সম্মুখে
নিরুপমা এ সংসারে—কামনার ধন
জগতের ;—কান্তিদেবী চন্দ্রগতা যবে,
পদ্মগুণ-ভোগলাভে রহেন বঞ্চিত;
নিরাশ সতত পুনঃ শশীর শোভায়

কমল আশ্রিতা হলে,—তেঁই সে কারণে
তব মুখে লো সুমুখি, অচঞ্চলা হয়ে
পরম আদরে তিনি করেন বসতি।
কি ভাবে অন্তর মম উঠিল নাচিয়া
কব তা কেমনে আজি? শশীর বিভায়
নিবাত নিশ্চল শান্ত রত্নাকর যথা
বিচলিত—বিচলিত এ মোর হৃদয়
ও রূপ-মাধুরী হেরি, শুন চারুমুখি!
একমনে অনিমেষ নয়নে নীরবে
দেখিলাম জগতের সুষমার সার—
তৃপ্তনেত্রে অশ্রুবিন্দু হইল পতিত—
তুষার নিস্যন্দি সদা নির্ব্বাত যেমতি
বনস্থল, সুবদনে, ঊষা-সমাগমে।
তুলিকায় উন্মীলিত আলেখ্য যেমন—
রবিবিভা-বিকসিত শতদল যথা—
তব কান্তি উদ্ভাসিত হৃদয় আমার
ধরিল অপূর্ব্ব ভাব, শুন লো ভাবিনি!
বুঝিলাম প্রণয়ের নব ভাব তবে।
পাইলাম পরিচয় চিত্রলেখা-মুখে—
সখী তব সুধামুখি—নিরাশ আসিয়া
পশিল হৃদয়ে মোর—ভাবিলাম মনে,
বৃন্দারক-বৃন্দ যারে না পায় যাচিয়া,
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর আর অপ্সর-সমাজ,
বিদ্যাধর, লোভে যারে বৃথা অহরহ—

কি সাহসে সেই ধনে ধরণীর নর
লোভিবে?—কি পুণ্যবলে লভিবে তাহারে?
নিষ্ফল যতন তবে করিনু ললনে
দমিতে হৃদয়ে মোর—মনোরথ গতি
কে পারে ফিরাতে কবে? কে বা জানে কোথা
শেষ তার?—অনঙ্গের কঠিন শাসন
লো শুভাঙ্গি, এ সংসারে কে পারে হেলিতে?
তব মধুরিমা, শুন মধুর-ভাষিণি,
স্বর্ণ-অঙ্কে এ অন্তরে হয়েছে অঙ্কিত।
কেন না হইবে বল?—যে রবির ছবি
পারিজাত কুসুমেরে ফুটায় নন্দনে,
ফুটায় কমলে পুনঃ সে রবির ছবি
এ মরতে—পূর্ণিমার কান্তি হেরি যথা
মোহিত অমর সদা হয় লো স্বরগে,
মোহিত মানব সদা তেমতি ভূতলে,
পূর্ণিমার কান্তি হেরি—মধুশোভা যথা
মাতায় নন্দনে নিত্য কুসুমের হাসে,
মাতায় সে মধুশোভা মর্ত্তবনে তথা,
ফুল হাসে—রুচিদাস ত্রিভুবন সদা।

কহিলে না কোন কথা চাহিয়া আমারে
চারুশীলে—চিত্রলেখা সখী-পানে চাহি
কৃতজ্ঞতা-ভাব তব জানালে আমায়—
কি মধুর ধ্বনি আহা পশিল হৃদয়ে
সেই কালে—কলকণ্ঠী কোকিলার গান

লো সুকণ্ঠি, কভু নহে এত মনোহর—
সে স্বর্গীয় স্বরসুধা কিবা পুণ্যবলে
আনন্দে করিল পান অন্তর আমার
নীরবে—নীরবে হায় স্বভাব নিশীথে
পিয়ে যথা পাপিয়ার সুস্বর-লহরী—
অথবা আকাশ যথা এক মন প্রাণে
করে পান কৌমুদীর অমিয়ার রাশি।
হরিলা এ মন যবে হরিণ-নয়নে,
না পারি বাঁধিতে হিয়া রাজকাজে মম
সে অবধি—কিছু ভাল লাগে না আমার।
কতদিন হেমকূটে গিয়াছি আবার
মৃগয়ার ছলে প্রিয়ে, দরশন আশে
সে মূরতি, হৃদে যাহা রেখেছি আঁকিয়া
সুগভীর প্রণয়ের সুচারু বরণে ;—
বৃথা সে বাসনা মম! আকাশের পানে
একদৃষ্টে কতদিন দেখেছি চাহিয়া
হেরিতে ও কমনীয় দেহের সুষমা—
কিন্তু প্রিয়ে আর মোরে নাহি দিলে দেখা।
দিবানিশি ও বদন, নয়নের জ্যোতি,
লাবণ্য-মাখান দেহ, অই কণ্ঠস্বর,
মধুর চাহনি আর, জপমন্ত্র মম।
ভেবেছিনু চিরদিন পুড়িবে অন্তর
নিরাশ প্রেমের এই জ্বলন্ত অনলে।
হা কপাল, কে জানিত, অভাগার তরে

এত ভালবাসা তুমি পুষেছ হৃদয়ে ?
কিবা সে সুকৃতিবলে এত সুখ আজি
পাইনু অন্তরে—আমি কহিব কেমনে ?
উর্ব্বীধামে স্থান তুমি মাগিতেছ এবে
মোর কাছে—উর্ব্বীধাম তোমারি উর্ব্বশি।
অবনীর যত সুখ দিব তা তোমারে ;—
পৃথিবীর পতি আমি—দাস ভাবে সদা
সেবিব তোমারে নিত্য—মেদিনীরে সুখে
সেবে যথা ঋতুকুল—সাগর যেমতি
সেবে নিত্য তটিনীরে—কি আর কহিব ?
এস তবে লো সুতনু, হৃদয়ে আমার—
সরোবর বুকে অই কৌমুদী যেমন—
এস সখি, বিরহের এ বিষম জ্বালা
জুড়াও আসিয়া মোর—জুড়ায় যেমতি
দাবানল-অভিহত তরুবরে মরি
বরষার জলধারা—এস ত্বরা করি।
কি আর লিখিব তোমা ?—ঘোর নিশাকালে
হিমাদ্রির গুহাগত তমসার রাশি,
বিনাশে ওষধি যথা আপন প্রকাশে—
এ মনের বিষাদের অন্ধকার ভার
নাশ আসি, ও সুদেহ সুষমা-প্রভায়,
উরি আশু এ উরসে লো পীবর-উরু।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাপত্রোত্তর কাব্যে পুরুরবা পত্রিকা নাম
দশম সর্গ।

একাদশ সর্গ।

(জনার প্রতি নীলধ্বজ)

একি কথা আজি দেবি লিখেছ আমারে !
সত্য বটে প্রাণ তব হয়েছে আকুল
পুত্রশোকে—কিন্তু তাহে জ্ঞান-লোপ কেন ?
এই কি সাজে তোমারে ? বিধাতার বিধি
কে পারে লঙ্ঘিতে কহ এ ভবমণ্ডলে ?
তেঁই আজি পুত্রশোকে পীড়িত অন্তর
দোঁহাকার—তা না হ'লে প্রবীর কি হেতু
পাণ্ডবের যজ্ঞ অশ্ব করিবে হরণ ?
এ অনর্থ কি কারণে ঘটিবে বা আজি
মাহেশ্বরী পুরে, দেবি, কহ তা আমারে ?
প্রবীর নন্দন মম মহা ধনুর্দ্ধর—
পরাজিত, হত, কেন সম্মুখ সমরে ?
জামাতা অনল মম—যাঁর বাহুবলে
সবাকারে জিনি আমি—এ কাল সংগ্রামে
হারিল হিরণ্যরেতা অর্জ্জুন সংহতি
কেন বল ? পার্থ-শরে কেহ নহে স্থির।
কি কথা বুঝাও মোরে ?—নিজে চক্র-পাণি
পাণ্ডব সহায় সদা—নারায়ণ সহ

এ জগতে কার কহ বিরোধ সম্ভবে ?
স্থির ভাবে দেখ ভাবি, উদার-দর্শনে,
বুঝিবে সকল তত্ত্ব—দোষিবে না মোরে।
হা কপাল, কোন্ হেতু তোমার হৃদয়ে
এ ভাব উদিল আজি বুঝিব কেমনে ?
উন্নত অন্তর তব ধর্ম্মপথগামী
চিরদিন—কেন আজি হইল বিকৃত ?
শশীপ্রভা স্থিত সদা উচ্চগিরিশিরে—
রজনীর অন্ধকার নিম্নগুহাগত
নিয়তই—গুণদোষ উভয়ের গতি
এইরূপে দেখি ভবে বিধি-নির্দ্ধারিত
চিরদিন—উচ্চ সহ উচ্চের সঙ্গতি—
নীচের সংশ্রয় সদা নীচের সহিত।
কোন্ দোষে হে বিধাতঃ, এ আঁধার আজি
মাহেশ্বরী-পুরীশ্বরী জনার হৃদয়ে ?
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম আমি জানি ভালমতে ;
নর-মাঝে কেবা আছে, আমার সহিত
সমরে সুস্থির রহে ?—জান না কি তুমি
রণক্ষেত্র হৃদে মম কি সুখ সঞ্চারে ?
কিন্তু বৃথা—নর সহ নরের সংগ্রাম
সাজে সদা—নারায়ণে কে পারে জিনিতে ?
যে বায়ু পাদপগণে উপাড়ে স্ববলে,
অভ্রভেদী গিরিবরে নারে বিচলিতে।
কি কুকথা হৃষীকেশে লিখিয়াছ তুমি !

ধর্ম্মবুদ্ধি গুণগ্রামে হৃদয় তোমার
উছলিত ছিল সদা—এ বিকার তবে
কেমনে আসিল বল ও মনে তোমার ?
মুনিগণ কহে পার্থে নর-নারায়ণ—
রণে কেহ জিনিবারে না পারে তাঁহারে—
পাণ্ডবের সখা গুরু বাঞ্ছাকল্পতরু
বাসুদেব—কে বা তাঁর কি করিতে পারে ?
পাণ্ডবে কুবাক্য কেন কহ গুণবতি ?
অলোক-সামান্য কার্য্য দুর্ব্বোধ-কারণ
মহাত্মগণের সদা,—অজ্ঞজনে শুধু
দোষে তাহা, আপনার অজ্ঞতার হেতু।
মহতের অপবাদ করিলে মহিষি,
পাপ স্পর্শে—শুনে যে তা সেও কলুষিত।
কালদোষে এ বিকার হৃদয়ে তোমার—
নির্ম্মল প্রকৃতি তব—বিমল-স্বভাবে,
চিরস্থায়ী নহে কভু কালদোষ-জাত
বিকৃতি—সুধীর ভাবে বুঝ দেখি মনে
এ কথা ; চন্দ্রমা শুধু উদয়ের কালে
রক্তভাব ক্ষণতরে করেন ধারণ,
বিশদ মণ্ডলে পুনঃ শোভেন আকাশে
মুহূর্ত্তের পরে সদা সুশুভ্র প্রভায়।
জ্ঞানবলে দূর কর এ বিকার ভাব
হৃদয় হইতে তব—কি আর বলিব ?
কেন তুমি দোষিয়াছ আমারে মহিষি ?

আত্মশ্লাঘা নীলধ্বজ না করে কখন(ও)।
বীরদর্প, মানদর্প না পারি ভুলিতে।
কিন্তু দেবি দেখ ভাবি, প্রদীপের শিখা
অন্ধকারে তেজশালী—রবির উদয়ে
হতজ্যোতিঃ চিরদিন;—গোবিন্দের সনে,
নর আমি, কি সাহসে যুঝিব সমরে?
কোন্ অস্ত্রে বিমুখিব বলহ সুমুখি
সুদর্শন চক্রে আমি?—কোন্ ধনুঃশরে
কাটিব গাণ্ডীব ধনুঃ?—সব্যসাচী সহ,
কোন্ যোধ,কবে কহ আঁটিয়াছে রণে?
হস্তিনায় রাজসূয় পাণ্ডব ব্যতীত
কে কবে করেছে বল? কুরুক্ষেত্র রণে
কেন কহ জয়লক্ষ্মী ভজিলা পাণ্ডবে?
কে বা সে গৃহস্থ কহ, অযুত ব্রাহ্মণে
ক্ষুদ্র অন্নকণা দিয়া কৈলা তিরপিত?
ভারতের সর্ব্ববীর ছিলা সভাতলে
পাঞ্চালে, কে কহ শুনি হইলা সক্ষম
লক্ষ্যভেদে? কোন্ বীর কাহার সহায়ে
হরিলেন সুভদ্রারে, সে বিবাহে জানি
বলভদ্রে অসম্মত—জিনি বাহুবলে
যদুগণে?—কে বা কহ বিরাটের পুরে,
একাকী, গোধন সব করিলা উদ্ধার,
কৌরবের সহ যুঝি?—কত আর কব?
কেন শোকে কাঁদ তুমি? দেখ বিচারিয়া

শোকের ঘটনা নহে ঘটিল যা আজি!
ব্রহ্মা শিব যাঁরে, দেবি, ধ্যানে নাহি পায়,
সেই সে শ্রীপতি আজি মাহেশ্বরী পুরে!
বিনা মেঘোদয়ে বৃষ্টি—অদৃষ্ট কুসুমে
ফল যথা—দেখা দিলা পার্থ সেই ভাবে
পুরে মম;—হৈমীভূত আয়স যেমতি,
স্বর্গসুখগত মর্ত্ত, এ মোর অন্তর
ধন্য এবে—কি সুকৃতি না জানি আমার!
জগতের পুণ্যতীর্থ আবির্ভূত আজি
তোমার আলয়ে দেবি, কহিনু তোমারে।
কোন্ দুঃখে প্রাণ তব তেয়াগিবে কহ?
কিবা খেদে পুরি মম ত্যজিবে মহিষি?
মুছ নেত্রজল তুমি—সম্মুখ সমরে,
নরনারায়ণ সহ, জীবন ত্যজিয়া
গেছে চলি স্বর্গপুরে পুত্রবর তব।
ভক্তিরসে ধৌত কর বিকৃত হৃদয়—
একচিত্তে ইষ্টদেবে কর পূজা আজি,
কৃষ্ণের বিমল মূর্ত্তি উজ্জ্বল প্রভায়
উদিবে হৃদয়ে তব, মনের আঁধার
যাবে ঘুচে—শান্তিপূর্ণ হইবে অন্তর।

ইতি শ্রীবীর াঙ্গনাপত্রোত্তর কাব্যে নীলধ্বজ পত্রিকা নাম
একাদশ সর্গ।

সমাপ্ত।

BENGAL LIBRARY 5 SEP 98 WRITERS' BUILDINGS